কবিতা কদম্ব।

প্রথমভাগ।

শ্রীমদনমোহন মিত্র

প্রণীত

গুণ প্রশাখে রসফুল্ল পুষ্পে
ক্রীড়ন্তু বালাঃ কবিতা কদম্বে।

CALCUTTA:

PRINTED BY G. C. DASS, INDIAN MIRROR PRESS, 300,
CHITPORE ROAD, CALCUTTA.

কবিতা কদম্ব।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কর্ত্তা মহাত্মা শাক্য সিংহ, সচিন্তন চিত্তে
এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন

কেহে তুমি ? চিনি না তোমারে জ্ঞান ভব !
এক বার উপেক্ষিয়া চিন্তি আর বার ?
কেমন করিয়া সত্ত্বা করি অস্বীকার ?
জগত অতীত কিছু করি অনুভব।

তুমিই তোমারে জান আর জানে কেবা,
জানিতে সতত চিন্তি জানিতে না পাই,
সংসারে তোমার পূজা অন্য কিছু নাই,
করিহে তোমার কার্য্য এই তব সেবা।

তোমায় মঙ্গল ময় বলি, মনে মানি,
কিন্তু অমঙ্গল কভু দেখি বিচরিতে,
বোধ হয় গূঢ় তত্ত্ব পারি না বুঝিতে,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম সার এই জানি,।

মহাত্মা সেক্রিটিস্, শত্রুগণ কর্ত্তৃক বধ্য ভূমিতে নীত হইয়া মৃত্যুর অব্যবহিত প্রাক্কালে এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

বৃক্ষরাজী লতাবলী ছিন্ন ভিন্ন ঝড়ে,
কিন্তু পর্ব্বতের চূড়া কভু নাহি নড়ে।
সমর অস্ত্রের বজ্র কঠোর গর্জ্জনে,
ভীত হয় যুদ্ধ ভীরু কাপুরুষ জনে।

যাহাদের শ্রম ক্ষম স্বাধীন অন্তর,
সমর তরঙ্গে তারা না হয় কাতর।
কখন মানুষে আমি নাহি করি ভয়,
শেল কি খড়্গের ঘাত তুচ্ছ বোধ হয়।

বহুশ্রমে সত্য বলি জানিয়াছি যাহা,
শতবার বলিতেছি সত্য সত্য তাহা।
পশিয়া দেখুক মধ্যে যদি কেহ পারে,
যে সুখ বিরাজে মোর হৃদয় আগারে।

আবদ্ধ হয়েছে বটে পরাধীন দেহ,
বাঁধিতে স্বাধীন মন শক্ত নহে কেহ।
এখন ও ভ্রমিতেছে অতি কুতূহলে,
জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে আর সাগরের জলে।

ঘটুক যাতনা কিম্বা হউক মরণ,
বাক্যের অন্যথা মোর নহে কদাচন।
এজগতে যেই করে সত্যের পালন,
সত্য সত্য সেই রক্ষা করে স্থায়ি-ধন।

খণ্ড খণ্ড হইবেক দেহ অনায়াসে,
কিন্তু সেই সত্যধন কার সাধ্যনাশে।
কি কষ্ট মরণে? সুখে চলে যাবে প্রাণ,
এখন আমায় বিষ অমৃত সমান।

নানক শিষ্য ধর্ম্মাত্মা বন্ধু, বন্দীভাবে দিল্লিনগরীতে আনীত হইলে; দৃঢ় রূপে রুদ্ধ থাকিয়া, বহুবিধ উৎপীড়নের পর, এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

পথ অবরোধে যদি তুষার সংহতি।
কভু নিবারিতে নারে সাগরের গতি॥
ভীম যম দূতাকৃতি খড়্গ শূলধারী।
চারি দিক দাড়ায়েছে ঘেরি সারি সারি॥

বিদ্যুত লোচনে করি আমায় লোচন।
নিবিড় মেঘের প্রায় করিছে গর্জ্জন॥
দেখাইছে বারম্বার যম দণ্ড ভয়।
অচল অটল মোর নির্ভীক হৃদয়॥

খড়্গা ঘাতে খণ্ড খণ্ড হউক শরীর।
কিম্বাগজ পদাঘাতে চূর্ণ হ'ক শির॥
কিম্বা অদ্রি শৃঙ্গ হতে করুক পাতন।
কিম্বা বিষ দিগ্ধ শেলে করুক ঘাতন॥

কিম্বা লৌহ সন্দংশন উত্তপ্ত করিয়া।
শরীরের ত্বক্ মাংস ফেলুক টানিয়া॥
বিদীর্ণ করুক বক্ষ আঘাতি কুঠারে।
কিম্বা তপ্ত তৈলে ফেলি ভাজুক আমারে॥

কিছুতেই এ হৃদয় হবে না কাতর।
বিশ্বাসের বিপরীত না দিব উত্তর॥
যদ্যপি ও দেহ এবে চেষ্টা হীন অতি।
কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাসের বজ্র তুল্য গতি॥

ক্ষুব্ধ নহি শত শত শিষ্যের মরণে।
দেখিলাম পুত্র হত্যা নিরশ্রু নয়নে॥
সহিতেছি এ সকল যাহার কারণ।
তাহার নিকট তুচ্ছ প্রাণধন জন॥

শিশু প্রহ্লাদ, ধর্ম্ম বিদ্বেষি-জিঘাংসু উৎপীড়ক পিতার প্রতি এইরূপ বাক্য বলিয়াছিল।

পিতা গো চরণ ধরি, নিবেদি বিনয় করি,
কেন মোরে কর জ্বালাতন।
ঊর্দ্ধ দিকে ধূম যায়, বারণ করিতে তায়,
ধরাতলে আছে কোন জন॥

করিনা যমের ভয়, শরীর হউক লয়,
তাতে নই কিছুই কাতর।
এদেহ নাশিতে পার, আমরে ছুইতে নার,
আমি হই অমর অজর॥

খসাও নয়ন-মণি, তাহে না বিপদ গণি,
জ্ঞান-নেত্রে ও রূপ হেরিব।
কাটিলেও এরসনা, পূরাইতে সে বাসনা,
মনে মনে তাহারে ডাকিব॥

শরণ লয়েছি যার, অসীম শকতি তার,
কিছু শঙ্কা নাই শিশু মনে।
তরু ডালে কপিরয়, সিংহেরে না করে ভয়,
কত গুণ মহত শরণে॥

আমি যাঁরে মনে ভাবি, তিনি হন ভূত ভাবী,
বিদ্যমান অনাদি কারণ।
তাহার আদেশ যাহা, পালন করিতে তাহা,
কোন বাধা মানে না এমন॥

পিতা মোর পিতা যেই, তোমারও পিতা সেই,
তুমি পিতা বদনের বোলে।
যাই যদি চিতা ভুমি, পল্লকে ভুলিবে তুমি,
বিরাজিব সে পিতার কোলে॥

পরোপকার পরায়ণ মহাত্মা জীমূত বাহন, অন্য এক শরীরীর পরিবর্ত্তে, গরুড় সমীপে আত্মশরীর সমর্পন করিয়া; মৃত্যু সময়ে এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

রাজ্য রত্ন ভোগে কিম্বা প্রিয় আলিঙ্গনে,
উপজে সামান্য সুখ অস্থায়ি অসার,
আজি কিবা শুভদিন গণি মনে মনে,
পেয়েছি সুখের এক অক্ষয় ভাণ্ডার।

গরুড় নখেতে চর্ম্ম তুলিছে টানিয়া,
বোধ হয় যেন গাত্রে অমৃত সেচন,
বিপন্নের প্রাণ লাভ মনেতে স্মরিয়া,
যে সুখ হতেছে লাভ যায় কি বর্ণন?

হউক দেহের নাশ তাতে ক্ষতি নাই,
এক দিন অবশ্য দেখিব মৃত্যু মুখ,
মাংসপিণ্ড বিনিময়ে ধর্ম্ম যদি পাই,
কেন এবাণিজ্যে তবে হইব বিমুখ?

অধমে কৌতুক দেখে জীবী পৈলে জলে,
দেখি সুজনের মনে জন্মে মনতাপ,
হৃদয়ে করুণা-নল ধক ধক জ্বলে,
অমনি তা নিবাইতে জলে দেয় ঝাঁপ।

মকরন্দে অলি যথা উপকারি জনে,
করে পর উপকার সুধার সন্ধান,
জনম তাহার ধন্য এ ভব-ভবনে,
পর উপকার তরে যেই দেয় প্রাণ।

প্রেমিক শঙ্করাচার্য্য, বন্ধুতা লাভে হতাশ হইয়া এইরূপ-
বাক্য বলিয়াছিলেন।

সুদুর্ল্লভ লোভনীয় সুবর্ণ-কমল,
তাও নাকি মিলে শুনি মানস সরসে,
সুধা দেখি নাই, নাম শুনেছি কেবল,
মিলে তাহা, যেই দেশে ত্রিদশ নিবসে।

সাগরের গর্ব্ভে অন্বেষিলে ডুবদিয়া,
অবশ্যই যত্নে রত্ন মিলে কোন কালে,
কিন্তু মোর মন ব্যগ্র যাহার লাগিয়া,
ঘটিল না তাহা কোন স্থানে এ কপালে।

মরুর পথিক তৃষা কুল মৃতপ্রায়,
ধরাশায়ী হয়ে যথা চায় মেঘ পানে,
আমিও সেরূপ হইয়াছি হায় হায়,
তাকিয়ে রয়েছি তার প্রতি এক তানে।

কিশোর বয়সে ছিল সুলভ সে ধন,
অবহেলা করি কত ঠেলেছি দুপায়,
হারায়েছি, প্রাণান্তেও মিলে না এখন,
কেহ যদি পেয়ে থাক দেখাও আমায়!

পুষ্প মালা ভ্রমে ফণী ধরিয়া ধরিয়া,
বহু বঞ্চনায় এবে হয়েছি চতুর,
বুঝিযাছি কিন্তু নাহি পাই অন্বেষিয়া,
হায়রে বন্ধুতা তুই বড়ই নিষ্ঠুর।

কিশোর বয়সে, পঞ্চাল রাজ দ্রুপদের সহিত কুরুগুরু দ্রোণের অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল; বহু দিবসান্তে, দরিদ্র দ্রোণাচার্য্য রাজ বন্ধু দর্শনে উৎসুক হইয়া, সভাসীন দ্রুপদ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন; সেই গর্ব্বিত বন্ধুর অনুচিত ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া দ্রোণাচার্য্য সর্ব্ব সমক্ষে এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

মনে কি পড়ে হে কিছু পূর্ব্ব বিবরণ?
দ্রোণ নামে ছিল এক তব সহচর,
তিলেক না দেখে যারে হইতে কাতর,
তোমা সম্ভাষিতে সেইএসেছে এখন।

এবে বৃদ্ধ সে সময়ে ছিলাম নবীন,
সেই আমি সেই তুমি সেই সমুদয়,
তথাপি ও কেমন কেমন মনে লয়,
সেই এক দিন আর এই এক দিন।

তোমার সগর্ব্ব দৃষ্টি সাহঙ্কার স্বর,
দেখিয়া শুনিয়া মোর শঙ্কা উপজিল,
সখা বলি সম্বোধিতে সাহস নহিল,
মহারাজ। এই আমি যোড়িলাম কর।

তোমার মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র শোভে,
তব মুখ চন্দ্র লোকী শত শত জন,
কেহ নাহি শুনে মোর দুঃখের বচন,
দ্বারে দ্বারে ফিরি আমি তুচ্ছ ভিক্ষা লোভে।

কোথা তুমি গজারোহী প্রাসাদ নিবাসী,
কোথা আমি গৃহহীন তরু তল শায়ী,
তুমি দাতা, আমি হই যাচঞা ব্যবসায়ী,
ধিক্, যদি হয়ে থাকি বৃথা অভিলাষী।

দণ্ডনীতি অর্থনীতি বাণিজ্য বিষয়ে,
আলাপিছ ধনি রাজ অমাত্য সহিত,
আমার প্রেমের কথা মৃদু সঙ্কুচিত,
কেমনে পশিবে তব গভীর হৃদয়ে।

দেখি এই ভগ্ন বেণু যষ্টি, জীর্ণ বাস,
হে উদার! মোরে বহু অপমান সহ,
বহিস্কৃত কর নাযে, এই অনুগ্রহ,
আমার মতন কত আছে তব দাস।

আমি ক্ষুদ্র প্রজা তব অধিকারে রই,
ক্ষমা কর, সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি,
মান রাখ, এই আমি যাই ধৈর্য্য ধরি,
গর্ব্বিত জনের কভু বন্ধু যোগ্য নই।

কমলের বন্ধু দেব তেজস্বি তপন,
নিজে ও কমল, রূপ গুণ কত ধরে,
তা বলে কি ক্ষুদ্র ভৃঙ্গে অবহেলা করে,
একে দেখি হাসে, অন্যে করে আলিঙ্গন।

কমলের মত বন্ধু সকলে কি পায়?
আমার মতন অনেকেরি দুঃখ ভোগ,
বৃথা হে তোমারে রাজা! দেই অনুযোগ,
কি দোষ তোমার? সব দ্রব্যেতে ঘটায়।

অবশ্য বরিতে মোরে প্রিয়তম পদে,
তোমার নহিত যদি এরূপ বিভব,
সম্পদ পাইয়া যেই ভুলে স্ব বান্ধব,
সেই পদ মদ মত্তে ধিক পদে পদে।

অর্জ্জুন, কৃষ্ণের প্রতি এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

কৃষ্ণা হতে কৃষ্ণ! তুমি মোর প্রিয়তর,
স্মরিলে তোমার নাম শরীর জুড়ায়,
এরূপ মধুর নাম আছে কি কোথায়?
তবনাম বলি কৃষ্ণ নাম মনোহর।

কোমল কে ভাবে কাষ্ঠে, বলিলে প্রসূন,
কমলের যত নাম সুষ্ঠু সমুদয়,
মধুর যে মধুনাম এত মধুময়,
নামের প্রভাব নহে মধুর সে গুণ।

তুমি বাজাইছ বলি প্রিয় মোর বাঁশী,
তব পরা বলি পীত ধড়া কি উজালা,
তুমি পর বলি মনোহর ফুল মালা,
তব রূপ বলি কালরূপ ভাল বাসি।

শুনিয়াছি বৃন্দাবন তব কেলিধাম,
আহা সে কদম্ব মূল যমুনার কূল!
দেখিবার তরে সদা মানস আকুল,
আমি মরুদেশ তুমি নব ঘনশ্যাম।

অনিমেষে দেখি তোমা করি অভিলাষ,
অথবা যতনে রাখি হৃদয়ে ভরিয়া,
কিম্বা ভুজ যুগপাশে রাখিহে বাঁধিয়া,
বন্ধু মিলনের কাছে তুচ্ছ স্বর্গবাস।

তুচ্ছ সে অমৃত-ভাণ্ড বন্ধুতার কাছে,
বন্ধু সমুদ্রের রত্ন বিপদের অসি,
বন্ধু বসন্তের পদ্ম শরদের শশী,
বন্ধু যার আছে তার কিধন না আছে?

বনবাস কালে কোশলাধিপতিরাম, হৃদয়াধিক স্নিগ্ধ বন্ধু-নিষাদ পতির প্রতি এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

কি ক্ষণে এসেছি এই নিষাদ প্রদেশে,
কি চক্ষে দেখিছি তোমা হে নিষাদপতি!
তোমার মধুর হাসি, মধু হতে ভাল বাসি,
কি মধুর তব লীলাগতি;
তব বেশ হেরি ঘৃণা করি রাজ বেশে।

কেবলে তোমার রূপ রুক্ষ কদাকার?
আমার নয়নে বলে মধুর কোমল,
নিবারিতে নারি ক্ষুধা, তোমার বচন সুধা,
শ্রুতি মুখে পিয়া অনর্গল;
ওসহ বাসের কাছে স্বর্গ কোন ছার?

আহা! কি তোমার অঙ্গ স্পর্শ সুখকর,
পুলক লভিতে সদা বাঞ্ছি আলিঙ্গন,
বনফল তুলি সুখে, দিলে মোর তুলি মুখে,
ভাবি তায় অমৃত সদন;
খাইতে তোমার অন্ন সাধ নিরন্তর।

লোকে তোমা নীচ বলে তাতে বা কি খেদ?
আমি হে তোমারে ভাবি উপদেয় শুচি,
উচ্ছিস্ট করেতে ঠেলি, যাহা তুমি দাও ফেলি,
তাহাতেও হয় মোর রুচি;
প্রেমের নিকট কভু নাই জাতি ভেদ।

বুদ্ধ সেবক-নিরহঙ্কার-প্রেমিকবর নৃপতি অশোক এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

বিহায়স পথে যবে শ্যেন চলি যায়,
বিহঙ্গম কুল যথা শঙ্কাকুল হয়,
সেই রূপ জনগণ, মোরে করি বিলোকন,
রাজ পথে, ভীত অতিশয়;
সম্ভাবিতে কেহ কভু সাহস না পায়।

কারো নাই সরলতা আমার সহিতে,
আমি যদি বলি এই নগর সুন্দর,
চারি দিকে শুনি ধ্বনি, হয় তার প্রতি ধ্বনি,
বটে এই নগর সুন্দর;
কারেও যথার্থ কথা শুনি না কহিতে।

তোষামোদ-প্রতিমোর জন্মিয়াছে দ্বেষ,
শুনিতে না চাই স্বার্থ সাধক-বন্দনা,
কেবল শাসন ভয়ে, পদে আসি নত হয়ে,
সকলেই করে প্রতারণা;
কাহারো অন্তরে নাই প্রেমরস লেশ।

আলাপি, অমাত্য সহ সুমধুর ভাষে,
সেও মোরে দেখি হয় শুষ্ক মুখ প্রায়,
সকৌতুক কৌতূহলে, আমি যদি হাসি, ছলে,
সে যে মোর মন রাখা দায়;
কি কষ্ট! অনেকে কষ্টে কাষ্ঠ হাসি হাসে।

ভৃত্যে আলিঙ্গন করি হয়ে প্রেমাকুল,
হায় তার, ভয়ে চিত্ত চকিত চলিত,
কান্তার নিকটে যাই, সেখানেও প্রেম নাই,
সেওমোরে দেখি সঙ্কুচিত;
সাজিয়াছি আমি এক সিংহ কি শার্দ্দূল।

যে সময়ে শিশু ছিনু সে যে কি সময়,
ছিল না ধনের কিবা মানের গৌরব,
হইয়া খেলায় রত, বিবাদ কৈরেছি কত,
কতই বা কৈরেছি উৎসব;
আঘাত পেয়েছি কত সে কি মধুময়।

শুনি না অনেক দিন তুই তুই বোল,
মধুর তাচ্ছিল্য ভাব দেখি না নয়নে,
যারে আমি সখা বলি, সেই হয়ে কৃতাঞ্জলি,
রাজ রাজ! সম্ভাষে তখনে;
সখা বলি কেহ মোরে নাহি দেয় কোল।

জানিয়াছি পৃথিবীতে বন্ধু নাই মম,
সেবক মণ্ডলে থাকি সতত বেষ্টিত,
জানি না কি পাপ ফলে, রাজা হনু ধরাতলে,
যুদ্ধে আর শাসনে চেষ্টিত;
প্রেম হারাইয়া হায়! লভিনু সম্ভ্রম।

সম্ভ্রম হইতে প্রেম থাকে বহু দূর,
প্রেমিক কখন নহে সম্ভ্রমের বশ,
স্থূলদৃষ্টে অনাদর, দেখায় না মনোহর,
অনাদর যদিও কর্কশ;
প্রেম মাখা অনাদর বড়ই মধুর।

প্রসিদ্ধ রোম রাজ জুলিয়েট সিজরের সহিত ক্রুটস নামক কোন ব্যক্তির পরম বন্ধুতা ছিল; ঘটনা বশতঃ ক্রুটস সিজরের প্রাণ-বধ করিবার নিমিত্ত অস্ত্র পাণি হইয়া নিকটবর্ত্তী হইলে সিজর এইরূপ বাক্য বলিয়াছিল।

তুমি যদি কর সখে সংঘাতী আঘাত,
গন্ধ মাল্য বলি তাহা করিব গ্রহণ,
ধরিয়াছ খর অসি, এই আমি আছি বসি,
এবক্ষে আঘাত এইক্ষণ;
হউক প্রেমাশ্রু সহ মিশি রক্তপাত।

হে প্রবল সমীরণ অনল বান্ধব!
আইলেকি প্রদীপ নাশিতে এ সময়?
বন্ধু নিজে মারে যারে, সে আর স্মরিবে কারে,
প্রেমিকের মরণে কি ভয়?
প্রেম রাখ মাথা কাট অসুখী না হব।

শিখী সুখী নাচে দেখি নবজল ধর,
সেকি কভু ভয় পায় বিদ্যুত পতনে?
প্রেমিক শলভ চয়, কোন কালে ভীত নয়,
দহনের প্রবল দহনে;
এতই অধম আমি হইব কাতর?

ওহে মরুদেশের গভীর জলাশয়!
তৃষার্ত্তেরে ডুবায়ে মারিবে? ক্ষতি নাই,
কিন্তু প্রাণাধিক প্রিয়! আমারে তোমার প্রিয়,
কেহ যে কবে না ভাবি তাই;
প্রেমিকের প্রেমের নিকটে প্রাণ নয়।

প্রেমিক চৈতন্য, এক দিবস প্রেমোন্মত্ত হইয়া এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

সে আকার হইতে জন্মিয়া প্রীতিহেম,
স্নেহ রূপে জননীর হৃদয়ে নিবসে,
ধরিয়া প্রণয় রূপ, বন্ধু মনে অপরূপ,
ভক্তি রূপে তনয়-মানসে;
কান্তার অন্তরে সে যে সাজে মধু প্রেম।

কে রাখে প্রেমিক বিনা প্রেমের আদর?
জীবি-পুরে প্রেম-হীন অসার জীবন,
গন্ধ-হীন-ফুল-দল, মধু-রস হীন-ফল,
আভা-হীন রতন যেমন;
হৃত মণি-ফণী প্রায় হৃত-প্রেম-নর।

প্রেম-সেক বিনা কিসে জুড়াবে হৃদয়?
করিতেছি সদা সেই সুধা অন্বেষণ,
সে পুষ্প না বনে পাই, সে রত্ন সাগরে নাই,
সে মুক্তার শুক্তি বটে মন;
এ জগতে মনোলাভ সুলভ কে কয়?

কোথা পাইলাম মন? হায় কি যাতনা,
কেমনে মিলিবে প্রেম অমূল্য রতন?
ব্যাকুল প্রেমের লাগি, শিষ্যের নিকটে মাগি,
কি নিঠুর না দেয় সে ধন;
প্রভু বলি প্রণমিয়া করে প্রতারণা।

সম্ভ্রম আদর আসি করে প্রণিপাত,
প্রেম আসিমোর সহ নাহি করে খেলা,
যবন চণ্ডাল কেহ, ছোঁয় না আমার দেহ,
দ্বিজ বলি করে অবহেলা;
প্রণমে থাকিয়া দূরে জোড়ি দুই হাত।

পণ্ডিত বলিয়া লোকে করে সম্মান না,
ধিক্ মোর শাস্ত্র পাঠ সকলি বিফল,
যার তার বাড়ী যাই, ভৃত্য হয়ে এটো খাই,
চরণ প্রক্ষালি ঢালি জল;
জাগিতেছে সদা মম মনে এ বাসনা।

আহা সে অশ্রুত বেণু ধ্বনি কি শুনিব!
মৃদু বাজি একুরঙ্গে নাচাইবে কবে?
ভ্রমেতে ধরিতে ধাই, এই পাই, এই নাই,
প্রাণ পণে অন্বেষি এ ভবে;
সে আমারে ত্যজে বলি আমি কি ত্যজিব?

রবির প্রচণ্ড তাপে তাপিত অন্তর,
তবু থাকে সূর্য্য মুখী চেয়ে তার পানে,
যদিও সে অভিরাম, আমারে হয়েছে বাম,
তবু তাতে সপিয়াছি প্রাণে;
প্রেম লাগি যাতনায় আমি কি কাতর?

তাহার জীবন ধন্য প্রেম আছে যার,
প্রেমেতে জনমে ঈশ-লাভ কৌতূহল,
প্রেম বিভাকর ভাসে, পাপ অন্ধকার নাশে,
প্রেম ফুলে ফলে জ্ঞান ফল;
প্রেম আনন্দের ধাম, প্রেম ধর্ম্ম সার।

বিরাট তনয় উত্তর, অর্জ্জুনের সহিত গোধন রক্ষার নিমিত্ত সসৈন্যাগত কুরু রাজের প্রতিকূলতায় যাত্রা করিয়াছিল, কিয়দ্দূর হইতে কুরু সৈন্য দর্শন করিয়া ভীত চিত্তে অর্জ্জুনকে এইরূপ বাক্য বলিয়াছিল।

অই শুনি সেনানীর ভয়ঙ্কর রব,
সাগর গর্জ্জন যেন সমীর তাড়নে,
হইয়া পবনাকুল, অই উড়ে কেতুকুল,
খেলে যেন তরঙ্গ সঘনে,
ভাষিছে তুষার যেন ধবল সৈন্ধব।

অই দেখি কতরথ করিছে ভ্রমণ,
দুন্দুভি বাজিছে তাহে জলদ গভীরে,
আহা কিবা দেখা যায়, ঊর্দ্ধেধ্বজ শোভা পায়,
পোত সব চরে যেন ধীরে;
অর্দ্ধ মগ্ন গিরি শ্রেণী যেন করি-গণ।

অই ব্যূহী ভূত সৈন্য ফিরে চক্রাকারে,
বিশাল আবর্ত্তাবলি বলি বোধ হয়;
চপলার চকমকে, অসি বর্ম্ম ঝাক ঝাকে,
কে বলিবে বাড় বাগ্নি নয়;
ধ্বজ মীন যেন মীন রূপেতে সঞ্চার।

এই যে সমরস্থল সাগর সমান,
কেন মোরে আনিয়াছ সারথি! এখানে?
ভয়ে অঙ্গ জ্বর জ্বর, কাঁপে হৃদি থর থর,
কায নাই সম্মুখ প্রয়াণে
সেই মোর রাজ্য লাভ যদি বাঁচে প্রাণ।

ফিরাও ফিরাও রথ বিলম্ব না সহে,
কোদণ্ড টঙ্কারে মোর কর্ণ পথ রোধে,
রাজ্যের রক্ষার দায়, মরিতে সমরে যায়,
মন্ত্রনায় দুর্ব্বল নির্ব্বোধে;
দুর্ব্বল সুবোধ কভু অগ্রগামী নহে।

অইযে ছুটিছে বাণ বিদ্যুতের প্রায়,
এই বুঝি পড়ে মোর মাথার উপর,
ছেড়ে দাও গৃহে যাই, হেথা মোর কায নাই,
পায় ধরি হইয়া কাতর;
চির সুখোচিত কভু যুদ্ধে নাহি যায়।

অন্তঃপুর বিনা কভু দেখি নাই দেশ,
বড়ই সাহস বাড়ে শয্যা গৃহ পেলে,
পায় নাহি ছুই মাটি, সহে না ফুলের ঘাটি,
কুলের তিলক আমি ছেলে;
যা কিছু সহিতে পারি জাগরণ-ক্লেশ।

ভাল বাসি নৃত্য শালা কুসুম উদ্যান,
নর্ত্তকী গায়িকা সহ আমার আলাপ,
জানি না সমর রীতি, ধর্ম্ম শাস্ত্র রাজনীতি,
মনে ভাবি এসব প্রলাপ;
রাজত্বের শুভা শুভে কে লয় সন্ধান?

কঠিন কর্কশ চেতা যতবীর গণ,
স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলিয়া চঞ্চল,
যুদ্ধের নির্ভর যাতে, জানি না কি মধু তাতে,
ভিন্ন রুচি ময় ভূমণ্ডল;
বিলাসী দুপায়ে ঠেলে স্বাধীনতা ধন।

বীরবর অর্জ্জুন, কুরু সমর-ভীত বিরাট তনয় উত্তরকে এইরূপ বাক্য বলিয়াছিল।

মর্কটে যদ্যপি কভু গজমুক্তা পায়,
দশনে চিবায় তারে ভাবিয়া বদরী,
কিম্বা লোষ্ট্র ভাবি দূরে নিক্ষেপে তাহায়,
চৌর কভু ধর্ম্ম ধন রাখে কি আদরি ?

পুণ্য ফলে স্বাধীনতা রত্ন-পেয়ে ছিলি,
নিশ্চয় জেনেছি তাহা হারাইবি এবে,
কত যে বলিনু হায় কথা না শুনিলি,
মৃত্যুকালে রোগী যথা ঔষধ না সেবে।

যে সময়ে রাজা, তোরে আদেশ জানায়,
করিতে সমরে গতি আমার সহিত,
অনাথ বিভ্রান্ত পথ বালকের প্রায়,
নীরবে কাঁদিলি কত হইয়া কম্পিত।

শান্ত করিলাম তোরে কত যে বলিয়া,
উঠিতে নারিলি ভয় পেয়ে এই রথে,
যেও বা উঠানু ধীরে দু'হাত ধরিয়া,
মূর্চ্ছাগত হলি নাহি যেতে রাজ পথে।

যেও বা সংজ্ঞিত কৈনু অনেক যতনে,
বসিতে নারিলি তাও মোরে না ধরিয়া,
যেও বা বসিলি, মোর ধনুক দর্শনে,
নয়ন মুঁদিলি কাল ভুজঙ্গ ভাবিয়া।

ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোরে কুলাঙ্গার,
শুনি নাই ক্ষত্র কুলে কুসন্তান হেন,
থাকে যদি কেহ, নাম নাহি জানি তার,
পৃথিবী বহিছে তোর ভার বৃথা কেন ?

অবনী মণ্ডলে তুই কি ক্ষণে জন্মিলি,
মাতৃ পুণ্যে কেন না হইল গর্ভপাত,
অথবা জনম মাত্র কেন না মরিলি,
কেন নাহি হয় তোর শিরে বজ্রাঘাত।

শৃগালে শকুনে মাংস দিতে ইচ্ছা হয়,
তোরে খণ্ড খণ্ড করি কাটি দাস হাতে,
জ্বলে মর, জলে ডোব, পাপ, পাপাশয়,
বিদীর্ণা হউক পৃথ্বী প্রবেশ তাহাতে।

মনুষ্য এরূপ ভীরু ! বিস্ময় জন্মিল,
ইহার প্রকৃত তত্ত্ব না পাই চিন্তিয়া,
বানরী প্রসবী তোরে বুঝি পলাইল,
শৃগালী পুষিল বুঝি বনে স্তন্য দিয়া।

ঘৃণা হয় দেখিলে ও পরাঙ্মুখ মুখ,
লজ্জা হয় স্মরি তোর কথা সে সকলি,
স্তব স্তুতি বিনতিতে হব না বিমুখ,
পাষাণ সদৃশ আমি কিছুতে না গলি।

সম্মুখ সমরে মৃত্যু আহা কি সুযশ !
কদাচিত ফলে কারু বহু পুণ্য ফলে,
বীরগণ বিনা নাহি বুঝে বীর রস,
বীরত্ব হীনের জন্ম বৃথা ধরা তলে।

বনবাস কালে, ভীমসেন, যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়াছিলেন।

শমীর মাঝারে যথা সমীর বান্ধব,
পাবক, পশিয়া জ্বলে রহিয়া রহিয়া,
সে রূপ হৃদয়ে মোর পরা ভব ভব,
ক্ষোভাগ্নি, জ্বলিছে সদা, আছি তা সহিয়া,

ভূপালেন্দ্র দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত,
শ্বেতচ্ছত্র শোভে তার মুকুট উপরি,
গজেন্দ্রে ভ্রমণ, শয্যা কুসুমে রচিত,
সেবা করে শত শত কিঙ্কর কিঙ্করী।

আমরা সমান অংশী তার, কে না জানে,
তবে কেন মহারাজ! এদশা ঘটিল,
অন্য সাধ থাকুক বঞ্চিত অন্ন পানে,
একদিন কোথা পোড়া উদর পূরিল?

একজনে বহু ভার্য্যা পোষে এভুবনে,
পঞ্চ জনে পোষিবারে এক নারী নারি,
জানি না কি পাপে হায় কি কর্ম্ম ঘটনে,
রাজার তনয় মোরা হয়েছি ভিকারী।

উত্তাপ গ্রীষ্মের কিম্বা ধারা বরষার,
সহে যত তরুগণ শাখা বিস্তারিয়া,
সহিতেছি সেই রূপ মোরা অত্যাচার,
দেখ মোর কাঁপে হৃদি ও কথা স্মরিয়া।

বিষ খা(ও)য়াইয়া মোরে ডুবাইল জলে,
কতবার শস্ত্র করে বধিতে আইল,
মো সবারে জতু গৃহে পোড়িতে অনলে,
কেনা জানে ষড়যন্ত্র কতই করিল।

যাহা ছিল রাজ্যধন সব নিল হরি,
রয়েছে অন্তরে মোর বজ্রের সমান,
জীবন থাকিতে হায় কেমনে বিস্মরি?
সভাস্থলে দ্রৌপদীর সেই অপমান।

ধর্ম্মরাজ! কভু ধর্ম্ম না পার লঙ্ঘিতে,
ধর্ম্ম-ভীরো! চলিতেছ ধর্ম্ম অনুযায়ী,
যে ধর্ম্ম পালিছ সদা প্রেমের সহিতে,
সে ধর্ম্মেরি আজ্ঞা, বধিবারে আত তায়ী।

শুনিয়াছে সভাস্থলে প্রতিজ্ঞা আমার,
যত রাজা প্রজা আর ভীষ্ম কর্ণ গুরু,
মহারাজ! আজ্ঞা কর মোরে একবার,
বুক চিড়ি রক্ত খাই ভাঙ্গি গিয়া উরু।

বিলম্ব সহে না আর করিতে সমর,
চতুরঙ্গ দলে মোর নাহি প্রয়োজন,
একাকী পশিব সেই হস্তিনা নগর,
জ্বালিব প্রবল ক্ষাত্র যুদ্ধ হুতাশন।

ক্ষমা সন্ধি গুণে যদি কর শত্রু বশ,
মনের আবেগ তবে মনে হবে লয়,
সোপার্জ্জিত না হইলে রাজত্বে কি যশ,
শকুনের মত সিংহ শব ভোজীনয়।

ভুজঙ্গেন্দ্র সম সার এভুজ যুগল,
কেন ধরিয়াছি, যদি না যুঝিব কদা,
মৃগয়া কারণ নহে পরাক্রম বল,
ভীমের ভুষার্থ নহে এই ভীম গদা।

উৎপাটিব গজ দন্ত প্রবেশি সমরে,
দেখাইব রথি-গণে যমাগার পথ,
আঘাতিব অশ্বে অশ্ব নর নরোপরে,
প্রহারিব গজে গজ আর রথে রথ।

সমর সহিতে নারি ছাড়ি দুর্যোধনে,
শাল্ব, শৈল্য কৃপাচার্য্য আদি পলাইবে,
চূর্ণিব কর্ণের শির মর্দ্দিয়া চরণে,
দুর্য্যোধন পলাইতে কভু কি পারিবে?

পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গে যদ্যপিও যায়,
আক্রমিব সেই স্থান কুলিশ যেমন,
সিন্ধুর অতল গর্ভে যদি বা লুকায়,
বাড় বাগ্নি সম তথা করিব গমন।

খাণ্ডবে পালালে হব সার্জ্জুন অনল,
চন্দ্রলোকে যায় যদি সাজিব গরুড়,
পশু মাঝে লুকালে ধরিব সিংহ বল,
সে হয় ত্রিপুর আমি হই চন্দ্র চূড়।

কেবল নাশে কি তার, তৃপ্তি এ হৃদয়ে,
ইচ্ছা হয়, সে পাপিষ্ঠ অন্ধ সুতে ধরি,
এককালে ভল্লূক শার্দ্দূল হাতী হয়ে
বুক চিড়ি, ঘাড় ভাঙ্গি, হাড় গুড়া করি।

অবশ্য সাধিব বৈর কলঙ্ক ঘুচাব,
মুহূর্ত্তের তরে তাহে নাহিক বিস্মৃতি,
সময়ে এ পরাক্রম নিশ্চয় দেখাব,
যাহার অন্তরে তেজঃ সেই জনকৃতী।

কুম্ভকর্ণ, যুদ্ধ-যাত্রাকালে ক্রোধে হত চেতন-প্রায় হইয়া এইরূপ বাক্য বলিয়াছিল।

চটকের পালে যথা বজ্র নিক্ষেপন,
কিম্বা মেষ পালে যথা অদ্রি শৃঙ্গপাত,
সেই রূপ যুদ্ধে মোরে পাঠালে রাবণ,
কি পৌরুষ? ভক্ষ্যজীবী করিলে নিপাত।

লঙ্কেশের শত্রু আছে, কলঙ্ক আমার,
তাহাও দু'এক নহে অসংখ্য গণনে,
তাহাতে জলধি লঙ্ঘি রোধিয়াছে দ্বার,
তাও যে বানর নর, সহিব কেমনে।

কি আশ্চর্য্য এতবীর সিংহের সংহার,
কেহকি নারিল নর বানর বধিতে;
ধিক ধিক লঙ্কা তোরে ধিক শতবার,
নির্ব্বীরা কি হলি তুই নৈকষ থাকিতে।

এই আমি চলিলাম সমর মাঝারে,
ধরিয়া আয়স দণ্ড অদ্রি শৃঙ্গোপম,
শঙ্কায় সঘনে কাঁপে অবলোকি যারে,
ভীষণ মহিষা রূঢ় দণ্ডধর যম।

কেনা জানে এদোর্দ্দণ্ড বীর্য্য এসংসারে,
পারি উৎপাটিতে গিরি শুষিতে সাগর,
ভ্রূকুটি কুটিলানন দেখিলে আমারে,
বজ্রধর বজ্র ফেলি পলায় সত্বর।

তড়িত সমান বেগে যথা ঝঞ্ঝা বাত,
কিম্বা যথা গজরাজ মদিরা বিহ্বল,
প্রবেশি কদলীবন করে বিনিপাত,
সেইরূপ যুদ্ধে পশি প্রকাশিব বল।

ধরি সুগ্রীবের তুণ্ড ভূমিতে ঘর্ষিব,
সেঘর পোড়ার মুণ্ড উপাড়িব টানে,
অকৃতজ্ঞ রাক্ষসেরে বাঁধিয়া আনিব,
ডুবাইব সিন্ধু গর্ব্ভে বৃদ্ধ জাম্ববানে।

আর গুলি দূর দূর করি তাড়াইব,
যদি কোন রূপে নারি রামে ধরিবারে,
বিধাতার সৃষ্টিনাশে উদ্যত হইব,
অকালে প্রলয়কাল হবে একেবারে।

পর্ব্বতেশ হিমালয়ে উৎপাটিব রোষে,
ফেলিব সাগরে করি হুহুঙ্কার ধ্বনি,
উথলিবে জল নিধি গভীর নির্ঘোষে,
থর থর থর থর কাঁপিবে ধরণী।

জলধি অধীর হয়ে উগারিবে জল,
মুহূর্ত্তেকে ধরা পৃষ্ঠ হইবে প্লাবিত,
যেরূপ মহীরে দিতে ছিল রসাতল,
সমরে মহিষা সুর প্রতিঘ-মোহিত।

আতঙ্কে ত্রিলোক-লোক হবে মূর্চ্ছাকুল,
টলিবে কৈলাস ধামে শঙ্কর আসন,
গর্জ্জিবে উদয় কাল নড়িবে ত্রিশূল,
যে দেখায় বীর্য্য তার সফল জীবন।

*অনেকে ক্রোধে বিচেতন হইলে সময়ে সময়ে ক্ষমতাতীত কল্পনা করিয়া থাকে।

সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে কারারুদ্ধ থাকিয়া নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া এইরূপ সগর্ব্ব প্রলাপ বাক্য বলিয়াছিল।

যথা আহি তুণ্ডিকের পেটিকা ভিতরে,
নবধৃত কাল ফণী লোল জিহ্বা সন,
প্রশ্বাস ছাড়িয়া ঘন ছট ফট করে,
কভু ফণা ধারী কভু সঙ্কুচিত ক্ষণ।

কিম্বা যথা বারণেন্দ্র অধিত্যকা চর,
করিণী কৌশলে বদ্ধ হইয়া শৃঙ্খলে,
গভীর বৃংহিত ছাড়ে নিন্দি ঘন বর,
কভু উঠে কভু দন্ত আঘাতে ভূতলে।

কিম্বা যথা ব্যাঘ্র-বর উজ্জ্বল-নয়ন,
বদ্ধ হয়ে জালে, কভু বসে পদ আটি,
কভু বা গমন ইচ্ছা কভু বা শয়ন,
কভু বা গরজে কভু কামড়ায় মাটি।

আমি দিগ্বিজয়ী সেইরূপ দৈববসে,
হইয়াছি কারারুদ্ধ নাহিক উপায়,
কেমনে পাইব মুক্তি যাইব স্ববশে,
হায় মোর সৈন্য-গণ এবে কে কোথায়!

এ জীবন যায় তাতে কিছু নাহি খেদ,
সামান্য লোকের সহ যুদ্ধে পরাজয়,
স্মরণ হইলে মোর হয় মর্ম্ম ভেদ,
একবার হারাইলে মিলে কি সময়?

এইবার একবার যদি পাই ত্রাণ,
অমনি আক্রমি যেয়ে যত নরপালে
দ্রুততর বেগে লম্ফে ঝম্পে বলবান্,
ভীষণ শার্দ্দূল যথা পশে মেষ পালে।

যদি বিধি দেয় দিন নিশ্চয় সাধিব,
মনের যে কিছু সাধ, দিব প্রতিশোধ,
এক দিনে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সাজাইব,
করিব ইংলিষ সিন্ধু পোতে পোতে রোধ।

পামর ইংরেজ জাতি উপকারি-ঘাতী,
কূট বঞ্চনার ধাম পাপের আধার,
সুশীল-পীড়ক অধার্ম্মিক-পক্ষপাতী,
স্বার্থ পর অর্থ হর ধূর্ত্ত দুরাচার।

সদা কুমন্ত্রণ-রত ষড়যন্ত্র ধারী,
অসতী প্রেমিক লজ্জা হীন মিথ্যা বাদী,
ধর্ম্মের কঞ্চুকা বৃত পর অপকারী,
রণে দিবা শিবা মূক গৃহে সিংহনাদী।

সাজা দিলে সোজা হয়ে ভদ্রভাবে চলে,
যে করে বিনয়, ভাঙ্গে হাড় ঘাড় তার,
এমন জঘন্য জাতি নাই ধরাতলে,
পশু বলি ক্ষমা করিয়াছি কতবার।

নিশ্চয় নিশ্চয় বলি ক্ষমা নাই আর,
অবশ্যই ঘুচাইব মনের জঞ্জাল,
কি করি কুযশ ইথে ঘোষিবে আমার,
করিতে হইল মাছি মারি হাত কাল।

প্রথমে সে নরাধম দিগে শাস্তি দিব,
ঘেরিব ইংলণ্ড দেশ সৈন্য প্রসরণে,
সে দেশে প্রলয় কাল অকালে সাধিব,
বহাব শোণিত ধারা প্রবল বর্ষণে।

ছুটিবে কামান অহর্নিশ অনিবার,
শ্রবণ কঠোর ঘর্ঘর ঘোর স্বনে,
ধূলে আর ধূম পুঞ্জে হবে অন্ধকার,
গোলার চমক মাত্র দেখিবে সঘনে।

দুর্জ্জয় কামান এক স্বহস্তেতে ধরি,
রাজ-হর্ম্ম্য কুটিখণ্ডে ভাঙ্গিব সত্বরে,
গোলার বর্ষণা ঘাতে খণ্ড খণ্ড করি,
সেন্ট পোল গির্জ্জা ভাঙ্গি ডুবাব সাগরে।

জ্বালাব ইংরেজি গ্রন্থ পর্ব্বত আকারে,
সবে লেখা আছে ইংরেজের বৃথা যশ,
বিনাশিব ইংরেজের শিল্প একেবারে,
হইবে ইংরেজ কীর্ত্তি শূন্য দিক দশ।

রম্যহর্ম্ম্য চিত্রশালা বিবিধ উদ্যান,
সঙ্গীত ভজন পণ্য বিচার মন্দির,
চূর্ণ হয়ে সর্ব্বস্থান হইবে সমান,
পড়ে রবে অবশিষ্ট সমুদ্রের তীর।

রক্তের প্রবাহ মিশি তুষার সহিত,
বহিবে প্রণালী পথে কল কল রবে,
শত শত যুবা বীর থাকিবে পতিত,
নয়ন মুঁদিয়া ধরা শয়নে নীরবে।

মাংস লোভী জীবী যত আসিয়া ঘেরিবে,
চক্ষু খসাইবে পক্ষী করি চঞ্চু গাথা,
রাজ নারীদের মাংস শৃগালে খাইবে,
কুক্কুরে চিবাবে যত ডিউকের মাথা।

যত সুবিখ্যাত রাজা বিরাজে ধরায়,
এর পরে ক্রমে ক্রমে বধিব তাদেরে,
করিব রুশিয়া দেশ ইংলণ্ডের প্রায়,
পৃথিবীর রাজ ধানী হইবেক পেরে।

যে দেশেতে সূর্য্যদেব অস্তাচল গামী,
যে দেশে চকোর কাঁদে শশাঙ্ক বিরহে,
সে দেশের দুঃখে কত কাতর যে আমি,
(অকালে একথা বৃথা, গ্রন্থকার কহে)

হায় ইকি মোহতমঃ ইকি ভ্রম জাল,
কি ফল হইবে আর বৃথা কল্পনায়,
পরাক্রম বীর্য্য রাজ্য হরিয়াছে কাল,
সে দিন কোথায় হায় সে দিন কোথায়!

এক মহা খণ্ডে মোর স্থান হয় নাই,
ধরাকে ভেবেছি ক্ষুদ্র অঙ্গনের প্রায়,
যে স্থানে রয়েছি হায় বন্ধু কোথা পাই,
অন্ধকার বিনা আর কে আছে সহায়?

বুঝিয়াছি এ সকল বিধির ছল না,
নিশ্চয় জেনেছি মোর নিকট মরণ,
সংসার বাণিজ্যে লাভ, কুযশো-ঘটনা,
হিংসা আর পাপ নিয়া চলেছি এখন।

হর্ষ বিষাদে মৃত্যুকালে পাপাত্মা দুর্য্যোধন এইরূপ বাক্য বলিয়াছিল।

সহসা আগ্নেয় গিরি-বর যথা জ্বলি,
চারিদিক নিক্ষেপে মৃত্তিকা গ্রাবা রাশি,
তাহতে প্রবল নদী বহে ধাতু গলি,
মুহূর্ত্তে কত যে জন স্থান ফেলে নাশি।

বধিয়া অসংখ্য জীবি-কুলের জীবন,
বসুধা ভূষণ কত উদ্যান পোড়িয়া,
নির্ব্বাপিত হয়, নাহি রয় বহুক্ষণ,
কতক্ষণ রয় ঊর্দ্ধে, ধধূপ উঠিয়া।

আমি রাজা সেইরূপ হইয়া প্রবল,
বর্ষিয়াছি চারিদিক অত্যাচার দ্বেষ,
বহাইয়া মহানদী প্রায় সেনাদল,
বিনাশ করেছি কত নগর প্রদেশ।

কত নর হত্যা করিয়াছি কৌতূহলে,
খাণ্ডবের প্রায় কত পোড়েছি উদ্যান,
অবশেষে এখন শুয়েছি ভূমিতলে,
হইয়াছি মৃত্যু শয্যাগত, যায় প্রাণ।

হে অর্থ! বিষয় মধুকাল পিকবর,
কত না হয়েছি মত্ত ওগীত শুনিয়া,
কোথা রলে শ্রুতি বিনোদন মনোহর,
তুমি ও কি এ সেবকে থাকিবে ছাড়িয়া?

কামগন্ধ যুত যুব-জন বিনোদন,
হে বিলাস-পাটল-কুসুম ! মঞ্জু মুখ,
এখন করনা কেন মানস রঞ্জন,
জেনেছি আমারে তুমি হইলে বিমুখ।

ওহে আধিপত্য-সিংহ ! কুটিল আনন,
বক্র গ্রীব তীক্ষ্ণ চক্ষু গম্ভীর প্রকৃতি,
তুমিও যে পালাইলে শঙ্কায় এখন,
কোথা ওহে পরিহাস ! মধুর আকৃতি।

অভ্রংলিহ তুষার ধবল সৌধ-বর,
শূন্য হবে পড়ি রবে, রত্ন মণি রাশি,
কে চড়িবে গণ্ড শৈলোপম গজোপর ?
স্মরিয়া সংসার মায়া নেত্রজলে ভাসি।

কেলইবে সুমেরুসদৃশ সিংহাসন ?
কার হবে সিন্ধুসম বিপুল ভাণ্ডার ?
শশাঙ্ক মণ্ডলোপম সভা বিনোদন ?
রাজচ্ছত্র, কার শিরে শোভা পাবে আর।

একরে কৈরেছি কত রাজ মুণ্ডচ্ছেদ,
পোড়ায়েছি কত নর অগ্নিকুণ্ড জ্বালি,
অমাত্য বান্ধবে কত করি মর্ম্মভেদ,
বিষ বৃষ্টি ধারা প্রায় বর্ষিয়াছিগালি।

জনগণ ! ক্ষমা কর মোর অপরাধ,
বন্ধুগণ ! এই শেষ দেখা, চলিলাম,
জননি ! এ শিরে পদ দিয়া পূর সাধ,
অয়ি কান্তে ! কি না কব ? হায় ভুলিলাম !

ইকি ইকি ইকি দেখি এই কোথা যাই,
কোথা আইলাম, কি যে দেখি এসকল,
কিছু নাই কিছু নাই আর কিছু নাই,
আহা ! কে আইল এই বীর মহা বল।

অই যে আসিছে গদাধরি, ভীম সেন,
অই সে গাণ্ডীবধারী বজ্রধর সম,
আরত দেখিনা, কেরে তুই কেন কেন ?
শত্রু শত্রু মৃত্যু-মৃত্যু-দণ্ডধর যম।

চিত্রিত ধবল কাল পীত ফণি-কুল,
ফণা ধরি গর্জ্জি, এই ঘেরিল আমারে,
অই যে গর্জ্জিছে অগ্নি নয়ন শার্দ্দূল,
উঠিতেও নারি পলাইব কোথা কারে।

উহুঃএ যে অগ্নি বৃষ্টি, প্রবল ধারায়,
এই বজ্র পড়ি বুঝি মস্তক ভাঙ্গিল,
যেন গিরি শৃঙ্গহতে ফেলিল ধরায়,
উহুঃযেন অমা নিশা, আঁধার হইল।

এই ভাসিতেছি যেন সাগর মাঝারে,
ক্রমে যেন নামি এই পাতাল গভীরে,
কি হইল কেহ আসি ধর রে আমারে,
কিছু নহে, আহা ! মোহ ঘুচিতেছে ধীরে।

কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ হইল এখন,
আমার শয্যার পাশে কে কে বসি আছ,
চিনি না কারেও, অন্ধ হয়েছে নয়ন,
অম্ব বসু মতি ! মোর মায়া ছাড়িয়াছ।

চন্দ্র সূর্য্য তোমা দোঁহে দেখিব কি আর ?
হে পবন ! আর কি বহিবে সুলহরী ?
কাঁপিতেছে থর থর হৃদয় আমার,
আজন্ম অর্জ্জিত পাপ এককালে স্মরি।

চারিদিক হেরি শূন্য ভাবি পরকাল,
ভয় ভারাক্রান্ত মন, কি ঘোর সঙ্কট,
অই শুনি, গর্জ্জে বুঝি সে বিকট কাল,
কেমনে দাড়াব পাপী ধর্ম্মের নিকট ?

সহে না সহে না আর এ যম যাতন,
সহস্র বৃশ্চিকে যেন দংশে একেবারে,
হে বিধাতঃ ! এ যন্ত্রণা ভোগের কারণ,
সৃজিলে কি দেহ ধারী করিয়া আমারে ?

সন্তপ্ত শলা কা যেন কর্ণে প্রবেশিছে,
দ্বাদশ তপনে যেন উত্তাপিছে দেহ,
প্রবল অনলে যেন নয়ন পোড়িছে,
এসময় সখা মোর আছে কি রে কেহ ?

কি আনন্দ ! পাণ্ডবেরা হত হৈল সবে,
কোথা তাহা ? এ যে পঞ্চ বালকের শির,
হইলে হইতে পারে, তাই বুঝি হবে,
ভ্রমিছে হর্ষের সহ বিষাদ গভীর।

কেহে যশো-নিভ শুভ্র চঞ্চল-লোচন !
ফুল্ল মুখ, হর্ষ নাকি ? এস এস ভাই,
এলে বহু দিন পর কর আলিঙ্গন,
। রমে পরম বন্ধু তোমা সম নাই।

কে তুই কর্কশ-চ্ছবি মলিন বদন,
পাপ-নিভ কাল ক্লিষ্ট জ্বরা স্মুর বেশ,
চিনেছি বিষাদ তোরে চিনেছি এখন,
দূর দূর দূর পাপ ছাড়ি দৃষ্টি দেশ।

মৃদুল তরঙ্গে খেলে হর্ষ এক পাশে,
ভীষণ কল্লোলে তুই আর দিকে রলি,
আমার জীবন জীর্ণ তরী মাঝে ভাসে,
শমন চপল বায়ুভরে টল টলি।

ইকি, ইকি, হর্ষ সহ দিলি দেখি কোল!
যমুনা তরঙ্গ যেন গঙ্গা জলোপর,
মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু, এই মৃদু মৃদু বোল,
আবার গ্রাসিছে মোরে মোহ অজাগর।

সাবধানে নির্ম্মাণ করিও জতু গেহ,
আজিকার দিন গেলে বাঁচে জয়দ্রথ,
ভানুমতী বুঝি মোরে নাহি করে স্নেহ,
রাজানশ্চার চক্ষুষঃ ছেড়ে দাও পথ।

অই-এই বলি, হিক্কা, নিশ্বাস বাড়িল,
আভাহীন নেত্র বিস্ফারিত ঊর্দ্ধে মণি,
আর নাহি সরে বাক্য পরাণ উড়িল,
সংসারে পাপীর মৃত্যু ভয়ঙ্কর গণি।

আশৈশব ব্রহ্মচারী সংযমি-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা শুকদেব মৃত্যুকালে এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

আজি কি সুখের দিন আমরি আমরি,
ভাবি যেন চারি দিক কুসুম-বর্ষণ,
কে তুমি ? আমোদ নাকি, এতকাল দিলে ফাকি,
এলে দেখি সাজিয়া এখন ;
আজন্মের ক্লেশ যত গেলাম পাশরি।

অই শুনি মৃদু মৃদু মধুর সঙ্গীত,
বেণু বীণা বাজে যেন মুরজে মিশিয়া,
মধুর আকৃতি কত, নাচে যেন অবিরত,
যেন সুসৌরভে মুগ্ধ হিয়া ;
ভুলিনু সংসার, হয়ে উপাস্যে মোহিত।

পাপ বিতাপিত মন হইল শীতল,
স্মরিয়া স্বকৃত পুণ্য প্রফুল্ল হৃদয়,
চন্দ্র সূর্য্য আভাধান, যে আভার কাছে ম্লান,
মনে সেই আভার উদয় ;
অই যশস্তম্ভ যেন ধবল অচল।

সেই অনাঘ্রাত পুষ্পে বর্ণিতে অক্ষম,
কখন মিলন হবে তাহার সহিত ?
আর না বিলম্ব সয়, এই যেন নিদ্রা হয়,
শান্তি বলি বচন রহিত ;
ধার্ম্মিকের মৃত্যুকাল অতি মনোরম।

প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্য এক দিবস যমদগ্নি মুনির আশ্রম সুখানুভবে মোহিত হইয়া এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

কেন রে দেখিয়া আজি এই তপোবন,
দেবের বাঞ্ছিত রাজ-ভোগে ঘৃণা হয়,
ঋষির সুবেশ, রাজ বেশ কিছু নয়,
দূর্ব্বার ক্ষেত্রের কাছে তুচ্ছ রাজাসন।

আহা কি প্রশান্ত ভাব হেথা প্রকৃতির,
চামর ধারীর কার্য্য করে সমীরণ,
স্নিগ্ধচ্ছায়া দান করে যত তরু-গণ,
অতিথির সেচ্ছা লব্ধ ফল ফুল নীর।

হেথায় স্বভাব কিবা হরিৎ বরণ,
কি ছার ইহার কাছে মরকত মণি,
মুনির শাকান্ন মনে সুধা তুল্য গণি,
আর না করিতে চাই পলান্ন ভোজন।

ফিরিয়া যাইতে গৃহে না লয় অন্তরে,
ইচ্ছা হয় মৃগ হয়ে এই বনে চরি,
কিম্বা পাখী হয়ে শাখী'পরে বাস করি,
পাইলে বাঞ্ছিত রত্ন কে না যত্ন করে ?

পথিক বিশ্রাম চায় ফিরি বহু দূর,
ভূমি পর্য্যটনে ব্যগ্র নৌনিবাসি-জন,
নাগরিক ভাল বাসে গ্রাম্য উপবন,
অভাব পূরণ বাঞ্ছা বড়ই মধুর।

মহারাজ যযাতি, এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

ভুবন বিদিত বংশে আমার জনম,
গৌরবের নাহি সীমা অতুল বিভব,
পৃথিবীতে মহারত্ন যত কিছু সব,
সংগৃহীত মোর গৃহে, বিলোকনরম।

সাজায়েছি গৃহস্তম্ভ হীরক চূড়ার,
আলয়ের চারিদিক স্ফটিক প্রাচীর,
চামীকর বিনির্ম্মিত শয়ন মন্দির,
নিদ্রা যাই দুগ্ধ ফেণ সন্নিভ শয্যায়।

অশ্ব, গজ, রথ, যান, তরী আরোহণে,
ভ্রমেছি বসন্ত কালে কামিনী সহিত,
জল কেলি বন কেলি পান নৃত্যগীত,
করিয়াছি, সু গায়িকা নর্ত্তকীর সনে।

গগন মণ্ডলে যথা উদিরাম ধনু,
কিছু কাল বিবিধ বরণে শোভা পায়,
পলকে মলিন হয়ে আর না দেখায়,
সেইরূপ ললিত যৌবন ক্রমে তনু।

দেখিতে দেখিতে কাল নির্দ্দয় কঠিন,
হরিল যৌবন মোর অতি দ্রুত তর,
পুত্রের প্রসাদে আরো অনেক বৎসর,
সুখ ভোগ করিলাম, সেই বা কদিন?

সময় স্রোতের প্রায় ধায় অবিশ্রাম,
হায় রে বিকট মৃত্যু নিকট আইল,
কত যে করিনু তবু আশা না পূরিল,
কাম্য উপভোগে কোথা প্রশমিত কাম?

মহাত্মা যুধিষ্ঠির, রাজ্য প্রতিলাভান্তর এক দিবস শান্ত রসার্দ্র চিত্তে এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

অসংখ্য ক্ষত্রিয় বধি লক্ষ্মী লভিলাম,
বৈর সংসাধন বিনা লাভ হয় নাই,
ইচ্ছা হয় রাজ্য ত্যজি পুনঃবনে যাই,
বনে থাকি ধনে সুখ ভাবিয়া ছিলাম।

আহা! কত মধুময় বন নিকেতন,
কেবল শরীর নহে, যাহার ছায়ায়,
বিষয় তপন তপ্ত মানস জুড়ায়,
শান্তি সুখ লভিবারে শান্তের যতন।

কেবল ধনের লোভ মনের বিকার,
জনের তাহাতে সুখ ক্ষণের কারণ,
যেই করে প্রকৃত সুখের অন্বেষণ,
সেই জন, সেই ধন করে অধিকার,

দেখি হুতাশন-শিখা পতঙ্গ-নিকর,
দূর হতে উড়ি আসে মোহিত মানসে,
আপন মরণ হেতু অভ্যন্তরে পশে,
দূরেতেই মরীচিকা রূপ মনোহর।

রাজ্যের সম্ভোগ তত সুখ কর নয়,
আশার নয়নে যত দেখায় সুন্দর,
ধন হতে ধনের কল্পনা মনোহর,
শান্তি বিনা প্রকৃত সন্তোষ কোথা হয়?

শ্মশান ভূমি দর্শন করিয়া

কেহে তুমি তত্ত্ব-গুরু ভীষণ মূরতি !
অঙ্গে শব ভস্ম লেপ নর হাড় মালী,
নীরবে দিতেছ শিক্ষা সংসারে বিরতি,
হোম নাকি কর কভু অগ্নি কুণ্ড জ্বালি ?

পরিহিত প্রেত বাস নৃকপাল ধারী,
প্রেত কুম্ভ কমণ্ডলু জলে অভিষেক,
তব সহচর মৃত্যু সর্ব্ব গর্ব্ব হারী,
প্রচারিছ প্রেতাসনে বসিয়া বিবেক।

শুনিয়াছি ভূত নাথ যোগী তত্ত্ব জ্ঞানী,
বড় ভাল বাসে নাকি তব সহ বাস,
কি নাহে তোমার নাম ? অহো জানি জানি,
কভু কভু দরশন করি অভিলাষ।

শিখরে তুষার রাশি হয়ে বিগলিত,
অবশেষে করে যথা সাগরে বসতি,
সেরূপ জীবন হতে হইলে স্খলিত,
অনেকেরি তব সঙ্গ বিনা নাই গতি।

রাজা, প্রজা, চোর, সাধু, কাল সহকারে,
লক্ষ লক্ষ লইয়াছে আশ্রয় তোমার,
শুনিনা একটীরব দেখি না কাহারে,
বৈরীদের পরস্পর বৈর নাই আর।

বালকে ভ্রূকুটি করি দেখাইছ ভীতি,
ভাবুক স্থবিরে কর তত্ত্ব মন্ত্র দান,
ধন পদ গর্ব্বিতেরে শিখাইছ নীতি,
উদাসীন বরনীয় তুমিহে শ্মশান !

——কল্পিত মৃত্যু-রূপ স্মরণ করিয়া——

ধূম্র বর্ণ অতি দীর্ঘ প্রকাণ্ড-আকার,
ধক ধকে অগ্নি বর্ণ-চক্ষুঃ বিঘূর্ণিত,
শ্বাসেতে পাবক-শিখা জ্বলে অনিবার,
লোল জিহ্বা বিকট দশন সশোণিত।

রক্ত-বিন্দু-বর্ষি-নর-মুণ্ড-মালা গলে,
পরিহিত সদ্যোহত শার্দ্দূলের ছাল,
লৌহ চণ্ড দণ্ড ধরি ঘূড়ায় মণ্ডলে,
শিরো-জটা-ভারে গর্জ্জে ভুজঙ্গ বিশাল।

শব দাহ গন্ধে মিশি রক্তগন্ধ যেন,
দেহ হতে তীব্র গন্ধ চৌদিকে সঞ্চরে,
ভীষণ সংসার মূর্ত্তি বোধ হয় হেন।
সুরাসুর এর ভয়ে কাঁপে থর থরে।

বাহন মহিষ বর দীর্ঘ শৃঙ্গ ধর,
ঘূড়ায় উজ্জ্বল চক্ষুঃ চক্রাকারে ঘন,
আস্ফালে গভীর নাদী রোষে জর জর,
গলেতে দোলিত ঘন্টা বাজে ঠন ঠন।

সহচর বজ্র অগ্নি সাগর সমর
ঝঞ্ঝাবাত নানা রোগ বিকট দর্শন
ভল্লূক, শার্দ্দূল, সিংহ নানা ফণা ধর,
আর আর কত শত, কে করে গণন।

ভূচর, খেচর, জলচর জীবী যত,
এর নামে নীরব স্তিমিত বীত সুখ,
কোথা হয় ইহার বিক্রম প্রতি হত ?
এক দিন অবশ্যই দেখিব ও মুখ।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজ্য সুখ সম্ভোগ ত্যাগ করিয়া বনগমন কালে এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

রতন মাণিক মুক্তা কাঞ্চন রজতে,
জানি না কি মধুরী দেখিয়া ভুলে লোক?
প্রাসাদে করিতে বাস, কেন করে অভিলাষ?
কেন স্নিগ্ধ ভাবে রাজ্য লোক;
কান্তা সুতে মুগ্ধ কেন সবে এ জগতে?

কেন লোকে, জন-গণ-সমাগম চায়?
আহা কি নির্জ্জন বাস হৃদয় নির্ব্বাণ,
বিষরীর কোলাহল, মোরে লাগে হলাহল,
আড়ম্বর অনল সমান;
বনাশ্রম বিনা শান্তি না দেখি কোথায়।

এই চলিলাম ফেলি বিষয়ের ঘটা,
ক্ষুধা হৈলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগি খাব,
ভূষণেতে কার্য্য নাই, অঙ্গেতে মাখিব ছাই,
গাছের তলায় নিদ্রা যাব;
পরিব গাছের ছাল পাকাইব জটা।

সহিব সহর্ষে বর্ষা তপ অবিরাম,
কর আছে, জল পাত্রে নাহি প্রয়োজন,
মানুষে না ভাল বাসি, হবে মোর প্রতিবাসী,
অহিংসুক শান্ত পশুগণ;
বৈরাগ্য পীযূষ রসে হৃদয় বিশ্রাম।

গৃহস্থযোগী রাজর্ষি জনক এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

নিজ নাভি গন্ধে মুগ্ধ হয়ে মৃগবর,
কস্তূরিকা অন্বেষিয়া ভ্রমে যথা বনে,
সেইরূপ সংসার অসার ভাবি মনে,
ভ্রমে শান্তি হেতু গৃহ ছাড়ি ভ্রান্ত নর।

শান্তি নাই ভিক্ষা-পাত্রে গাছের বাকলে,
বিভূতি মাখিলে কোথা ইচ্ছার বিশ্রাম ?
শুইলে গাছের তলে নিবৃত্ত কি কাম ?
পাপ কি ধুইতে পারে কমণ্ডলু জলে ?

মনেতে থাকিলে পাপ বনেতে কি করে,
ইন্দ্রিয় রোধিলে আরো বাড়ে অভিলাষ,
ভোগ বিনা কোথা ভোগ লালসা বিনাশ ?
কার্য্য গত নহে পাপ সে রহে অন্তরে।

রণস্থলে মরে যদি তথাপিও বীর,
পলাইয়া বাঁচিলে পৌরুষ কিছু নয়,
বাঁধিয়া রাখিলে চোর সাধু নাহি হয়,
ইচ্ছা রে যে করে জয় সেই বটে ধীর !

কেবলে কেবল শান্তি বৈরাগ্যেতে রয় ?
আমি দেখি শান্তি বিষয়ের কোলাহলে,
নগরে আপণে শান্তি শান্তি রণস্থলে
হৃদয়ে থাকিলে শান্তি সব শান্তিময়।

নিশীথ সময়ে, চিন্তামণি-শিরোমণি, সন্দেহাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে করিতে এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

আহা কি স্বভাব এবে প্রশান্ত গভীর,
কেহই জাগেনা বুঝি ? জাগি আমি জাগি,
নিঃশব্দ স্তিমিত সবে নিদ্রা সুখ ভাগী,
মাঝে মাঝে শুনি সন্ সনিছে সমীর।

নিশীথ মহেশ তমো বিভূতি ভূষিত,
ভুবন ব্যাপিনী নিদ্রা জটাভার ধারী,
যার দেহে প্রশ্বাসিছে বাত বাতাহারী,
তারা-জাল কৃত্তিবাস কি তপে নিহিত ?

হইতেছে মনে মনে কত ভাবোদয়,
ভাবা ভাব ক্রিয়া বস্তু এই যে জগৎ,
ইহার কুহক কেহ বুঝে না কিয়ৎ,
কাহার জনন হায় কাহারবালয়।

নির্ম্মাতা বিধাতা কেহ আছে কি ইহার ?
কিম্বা শক্তি পরমাণু মিলন ঘটনা ?
প্রত্যক্ষের অনুমানে করি বিবেচনা,
আছে বুঝি, তানা হৈলে কৌশল কাহার ?

সে পরম কারণের আছে কি আকার ?
তা হইলে সর্ব্বব্যাপী হইবে কেমনে ?
সাকারের ধ্বংস আছে ভাবি মনে মনে,
তাহার নাহিক ক্ষয় সেই সর্ব্ব সার।

তারে সর্ব্বব্যাপী বলে, সে কেমন ধ্যান ?
পবনের মত কি চিন্তিব সে স্বরূপে ?
চিন্তা করি তারে নাহি পাই কোন রূপে,
ইন্দ্রিয়ে কেমনে পাবে নাহি পায় জ্ঞান।

সেই আদি, তবে বিশ্ব ছিল না কখন ?
ছিল না কি দিক্‌কাল অসীম বিয়ৎ ?
তাহার ইচ্ছাতে যদি সৃষ্ট এজগৎ,
ইচ্ছাশীল, নির্ব্বিকার, সেই বা কেমন ?

অসীম অতল স্পর্শ ভীষণ বিশাল,
গাঢ়তম মসি সিন্ধু প্রায় অন্ধকার,
কে সৃজিল ? অথবাকি স্রষ্টা নাই তার ?
ছিল কি কেবল পূর্ব্বে ? রোধি আলো জাল।

যে সময়ে নাহি ছিল এবিশ্ব ভুবন,
নিষ্ক্রিয় ভাবেতে সে কি ছিল সে সময় ?
কোন অভিলাষ তার হইলে উদয়,
করিল এচরা চর বিশ্ব বিরচন ?

তারে বলে সর্ব্ব শক্তিমান সর্ব্বধার,
কল্পিত বিগ্রহ হতে নাহিক অন্তর,
নানা রূপ স্বরূপ কল্পনা করে নর,
কেহ গড়ে রূপা কার কেহ গুণাকার।

অনন্ত বলিয়া তারে বেদান্তে বাখানে,
গগণের মত অনন্তের কি ধারণা ?
বুদ্ধির অতীত কিছু না হয় কল্পনা,
মানবের ঐশ চিন্তা পার্থিবানুমানে।

মুসলমান ধর্ম্ম প্রণেতা মহম্মদ এক দিবস মনে মনে এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

পারে কি অজ্ঞেরে অজ্ঞে শিখাইতে জ্ঞান ?
কেমনে অন্ধেরে অন্ধে পথ দেখাইবে ?
যদি আসি ভুবনেশ, দেন ধর্ম্ম উপদেশ,
তবে ধর্ম্মে সন্দেহ ঘুচিবে ;
মানবের সাধ্য কি লইতে সে সন্ধান।

কিছু না বুঝিনু কত দেখিনু চিন্তিয়া,
কি করি করিনু শেষে ঈশ্বরের ভাণ.
যদিও বা ছলিলাম, যাহা আমি বলিলাম,
হতে পারে তাহাতেও ত্রাণ ;
অথবা অধর্ম্মানল, দিতেছি জ্বালিয়া।

আমি দোষ হীন ভাবি আমার বচন,
কি জানি থাকিতে পারে তাতে দোষলেশ,
মোর মনে যাহা রুচি, তাহাই বলিয়া শুচি,
জন-গণে দেই উপদেশ ;
কিন্তু সমরুচি লোক জগতে ক জন ?

শান্তে করে ধর্ম্মভাবে শান্তি অভিলাষ,
রাজ্য লিপ্সুমানে, যেই ধর্ম্মে অসিরয়,
কামিনীমিলন মূল, ধর্ম্ম, মানে কামি-কুল,
বিলাসীর ধর্ম্ম ভোগময় ;
নিজ তৃপ্তি অনুযায়ী ধর্ম্মের বিশ্বাস।

পুরাণ প্রণেতা ব্যাসদেব এক দিবস এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

শক্তি ইচ্ছা পরমাণু করিয়া মিলন,
এবিপুল বিশ্ব স্বজিয়াছ শিল্পি-বর!
কুশল! কৌশলে তব এই চরা চর,
নানা রূপে অভিনয় করে অনুক্ষণ।

তব বহু রূপী ভাব মানব অন্তরে,
রাজে, নানা পুষ্পে যথা গন্ধ, নানা রূপে,
কেনা চিন্তে তোমারসে অচিন্ত্য স্বরূপে?
যে রূপ ধারণা সেইরূপ ধ্যান করে।

বিজ্ঞান মার্জ্জিত যার প্রশস্ত হৃদয়,
সেই করে বিশ্বব্যাপি-স্বরূপ চিন্তন,
যার চিন্তা হীন মুগ্ধ সঙ্কুচিত মন,
অসীম স্বরূপে তার ভক্তি কোথা হয়?

কেহ তোমা জ্যোতির্ম্ময়! ভাবে জ্যোতির্ম্ময়,
কেহ স্থূল, সূক্ষ্ম, কেহ ভাবে নিরাকার,
কেহ বা কল্পনা করে আকৃতি তোমার,
নৃবিশেষে তব অংশ বলি কেহ কয়।

নানারূপ ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিবিধ-আচার,
চিনি না স্বর্গের পথ নরকের দ্বার,
দেখাই মুক্তির সেতু, বৃথা অহঙ্কার,
তুমিই তা জান গতি কি হইবে কার।

কবিতা কদম্ব।

ইংলণ্ড যাত্রা করিয়া মহাত্মা রামমোহন রায়, এক দিবস প্রত্যুষে সাগর শোভা দর্শন করিয়া এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

এই যে বিশাল নীল লবণাম্বু রাশি,
রাশি রাশি তুহিন ফিরিছে ভাসি ভাসি।
বোধ হয় যেন নীল নিভ নভস্তলে,
সঞ্চরিছে ধবল কীলাল ধর দলে।
বাত বিলোড়নে তুঙ্গ তরঙ্গ-নিচয়,
সঞ্চলদচলশ্রেণী বলি বোধ হয়।
ঝড়গতি খরস্রোতঃ করিছে গমন,
দোলিছে সঘনে পোত দোলার মতন।
ওহে প্রভো এখানেও তব অধিষ্ঠান,
দেখিতেছি উদার স্বরূপ দীপ্যমান।
লোহিত তরুণ ভানু অই যে উদিছে,
বোধ হয় যেন সিন্ধু ভেদিয়া উঠিছে।
স্নিগ্ধ রমণীয় রূপ প্রফুল্ল বিশদ,
ক্ষীরোদ শায়ীর যেন নাভি কোক নদ।
পূর্ব্বভাগে জলনিধি নীলাক্ত লোহিত,
পোত বাসি-গণ শোভা দেখিয়া মোহিত।
আমি দেখি তবরূপ বিরাজে সুন্দর,
লসিত হসিত চ্ছবি সৌম্য মনোহর।
অভয় মূরতি তব বিরাজে জলদে,
চপলা চমকে গিরি শৃঙ্গে হ্রদে নদে।
সুধাংশুর অংশু জালে প্রভা কর করে,
অরণ্যে কুসুমোদ্যানে নগরে প্রান্তরে।
" কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি"

ঈশ্বর প্রেমিক———এক দিবস, সঙ্গীত প্রমোন্মত্ত চিত্তে হিমালয় প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বাক্য বলিয়াছিল।

শোকে কি আনন্দে তব ওহে হিমালয়!
গোমুখী নয়নে জল ধারা অনর্গল?
বুঝিয়াছি অনুরাগে হয়েছ পাগল,
গাও তার গুণ গাও জুড়াক্ হৃদয়।

ওহে নীল অম্বু নিধে! সমীর আহত,
কি বলিছ উচ্চ কল কলে ধীর স্বনে,
স্পষ্ট বল, বুঝি গাইতেছ হৃষ্ট মনে,
গাও তবে গাও তার গুণ অবিরত।

হে প্রভাত! ওগো সন্ধ্যে! তোমরা উভয়ে,
শোভা পাও কি বা সম লোহিত বরণে,
প্রফুল্ল কমল আর কুমুদ বদনে,
কি গাইছ ভৃঙ্গ রবে? প্রশান্ত হৃদয়ে।

আবার গাইছ উচ্চে বিহঙ্গ কূজনে,
মোহিত না হয় কোন প্রেমিক শুনিলে?
হে নিশীথ তুমি কেন নীরবে রহিলে?
তার গুণ গাও গাও শুনাও যতনে।

হে মার্ত্তণ্ড তুমি গাও প্রচণ্ড গভীরে,
শশাঙ্ক! বর্ষণ কর মৃদুল ললিত,
সুধার সুধার সহ সুধার সঙ্গীত,
সবে মিলি গাও ভাসি প্রেমানন্দ নীরে।

মহর্ষি ঈষা, স্বকীয় শিষ্যদিগের প্রতি এইরূপ সোপদেশ বাক্য বলিয়াছিলেন।

সেই আমি ,এই উপদেশ দেই সবে,
কার্য্যে না করিয়া পাপ স্মর যদি মনে,
নিশ্চয় জানিও তাহে তুল্য পাপ হবে,
পাপের ঔষধ নহে সুলভ ভুবনে।
প্রাণ পণে আক্রমিছে পাপ ভয়ঙ্কর,
কেমনে পাইবে ত্রাণ নিঃসহায় নর ?

আলোকের অন্তরালে যথা অন্ধকার,
সে রূপ ধর্ম্মের আড়ে পাপের নিবাস,
ধর্ম্মক্ষীণ হৈলে বাড়ে পাপের আকার,
আলোতে নহিলে স্নেহ নহে তমোহ্রাস।
কি ভীষণ পাপাসুর প্রলয় নিলয় ,
থাকুক সাক্ষাৎ নাম স্মরণেই ভয়।

প্রথমে পাপের রূপ দেখিয়া বিকট,
সবে, মুখ বাঁকা করি মুঁদয়ে নয়ন,
কিন্তু যদি কিছুকাল বিচরে নিকট,
পরিচিত বলি নাহি ঘৃণে কোন জন।
পরিচয় হতে জন্মে আত্মীয় সম্ভাষ,
অবশেষে হতে হয় চরণের দাস।

পাপের প্রলোভে মত্ত হইওনা কেহ,
পাপ, বন্ধুভাবে গলা ধরি কাটে শির,
ওহে শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থ বিতাপিত দেহ,
এই বট-তরুতলে জুড়াও শরীর।
হইবেক রত্ন লাভ কর যত্ন সার,
অবশ্যই আঘাত করিলে খোলে দ্বার।

মহাত্মা গুরু নানক এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

বিবেক তপন-করে মানস সরসে,
প্রস্ফুটিত কি অদ্ভুত সুবর্ণ কমল!
রত্ন গৃহে যেন মণি প্রদীপ ঝলসে,
মনোহর দূর গামী কিবা পরিমল,
মুগ্ধ অলি কুল ঘেরি চৌদিক বেড়ায়,
প্রমত্ত মরাল মালা তার প্রতি ধায়।

সুদৃঢ় কন্টকময় মৃণালে রক্ষিত,
চন্দ্র লোকে সুদর্শনে পীযূষ যেমন,
মন্দ মন্দ সমীরণে মৃদু আন্দোলিত।
তাহে কিবা মকরন্দ চিত্ত বিনোদন,
সদা ফুল্ল থাকুক প্রাকৃত শোভাময়,
এই বাঞ্ছা, যেন কভু নিশা নাহি হয়।

আরো এবাসনা সদা জাগিছে অন্তরে,
ভেক হয়ে করি তার আশ্রয় গ্রহণ,
ভৃঙ্গ হয়ে গুণ গাই গুণ গুণ স্বরে,
হংস হয়ে করিতার চৌদিক ভ্রমণ,
সে ধর্ম্ম কমলাসনে শান্তি হরি জায়া
সেই রাজা, ছত্ররূপে যারে দেয় ছায়া।

---

*নাম ধর্ম্ম, চতুর্দ্দিক সত্যে আমোদিত,
তার লাগি জ্ঞানী আর প্রেমিক ব্যাকুল,
পাপ নিশা প্রভাত দেখিয়া বিকসিত,
সুরক্ষিত দৃঢ়তায় হয়ে বদ্ধ মূল,
ভক্তির হিল্লোলে সঞ্চালিত অনিবার,
তাহাতেই পূর্ণানন্দ জীবনের সার.

মহাত্মা আর্য্যভট্ট জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভক্তি রসার্দ্র চিত্তে এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

অসংখ্য জ্যোতিষ্ক-গণ গগণ-মণ্ডলে,
স্তিমিত সাগর-গর্ব্ভে যথা ফেণ রাশি,
বিফল জনম তার এই ধরা-তলে,
জানিতে ইহার তত্ত্ব যে নহে প্রয়াসী।

স্তম্ভীভূত পরিস্রাবী* স্থাপিত দিনেশ,
তারে প্রদক্ষিণ করে মন্দ মন্দ গতি,
শনৈশ্চর বৃদ্ধবয়া ন্যুব্জ পৃষ্ঠ দেশ,
তৈল যন্ত্র পরিভ্রমে মহোক্ষ যে মতি।

বাতা বৃত চন্দ্রধর পৃথিবী মণ্ডল,
ভ্রমে চারিদিকে, স্থিত মধ্যে ধ্বান্ত হারী,
আহব্যাগ্নি প্রদক্ষিণ করে মহাবল,
যুদ্ধে যাত্রা কালে যথা বর্ম্ম চর্ম্ম ধারী।

এরূপে তপনে আর আর গ্রহ যত,
প্রদক্ষিণ করে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে,
যথা পূজা কালে ভূত নিকর নিয়ত,
শুভ্রকান্তি কাল কণ্ঠ তেজস্বি-মহেশে।

দক্ষিণ দিকেতে অই গেল ধূমকেতু,
ধাইল অগস্ত্য যেন সজট আকৃতি,
তত্ত্বজ্ঞান বিনা অন্য নাহি ভক্তিহেতু,
চাও যদি বিভুপ্রেম দেখরে প্রকৃতি।

*সূর্য্যের পক্ষে কিরণ পরিস্রব করে তৈল যন্ত্রের পক্ষে তৈল পরিস্রব করে।

মহাত্মা গালিলিয়. দূরবীক্ষণসহকারে প্রথম চন্দ্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

মণ্ডল আকার মূর্ত্তি প্রশান্ত বিশাল,
বোধ হৈল বিম্বিত তপন-গোলহ্রদ,
কিম্বা অসুরের পৃষ্ঠে যেন দীপ্ত ঢাল,
স্ফুরিত কিরণ জাল, সুন্দর বিশদ।

এই কম্পে, চল জলে বিম্বিলে যে মতি,
এই পুনঃস্থির,-অর্দ্ধ ঘন গোলাকার,
এই এই যেন অনুভব হয় গতি,
হেরি প্রেম উথলিল, সিন্ধু যে প্রকার।

এযে ভিন্ন লোক, মাঝে মাঝে দেখা যায়,
ঢালেতে চন্দ্রিকা যেন, সমুজ্জ্বল তর,
কোথাও মলিন চিত্রার্পিত ছায়া প্রায়,
গিরি তুঙ্গ শৃঙ্গ আর গভীর গহ্বর।

আহা কি দেখিনু, অঙ্গ রোমাঞ্চ চকিত,
বিস্ময়ে হৃদয় মোর কাঁপে থর থর!
মানস অম্বরে এবে যে আভা উদিত,
সে আভার কাছে চন্দ্র প্রভা ম্লান তর।

হইতেছে কি গভীর ভাব অনুভব,
এ, অনা স্বাদিত-পূর্ব্ব-সুধা-রসস্বাদ,
বচন অতীত তাহা কেমনেবা কব,
আহা কি অদ্ভুত পূর্ব্ব মানস প্রসাদ!

ধাইল স্রষ্টার প্রতি মন, কৌতূহলে,
আজি মোর ভক্তিরস হৈল উচ্ছাসিত,
স্বভাব দর্শন বিনা মন কোথা গলে?
কেবল কথায় ভক্তি না হয় উদিত।

—পরকালের আশা লক্ষ করিয়া—

অমা নিশাসম ভবিষ্যতের আঁধারে,
মন্দ বিস্ফুরিত বিভা খদ্যোতিকা প্রায়,
ক্ষণে দীপ্ত ক্ষণে অলক্ষিত একেবারে,
এযে ধুধু কিসের আলোক দেখা যায় ?

পতঙ্গ বিহঙ্গ পশু নিকটে না চরে,
নিঃশব্দ স্তিমিত ভাব কেমন গভীর,
বিস্মিত নয়নে কভু কভু দৃষ্টি করে,
ধ্যান পর নরগণ হইয়া অধীর।

এ আলোর আলোকেতে পথ নিরখিয়া
সংসার বাসনা ত্যাগি-বিরাগি-সকল,
চলিয়াছে ধীরে দৃঢ় যত্ন যষ্টি নিয়া,
কি হেতু যে কোথা যায়—লভিবে কি ফল ?

তনয় প্রদীপ নিবাইলে মৃত্যু বাত,
জনক জননী পড়ি শোক অন্ধকারে,
এ আলোর প্রতি মুহুঃকরে নেত্রপাত,
বাঞ্ছা, এ আলোতে সেই আলো খুঁজিবারে।

জনমের মত পতি অমূল্য রতন,
হারাইয়া অভাগিনী এভব তিমিরে,
আলো নাহি পায় করিবারে অন্বেষণ,
স্থির নেত্রে এ আলোক দেখে ফিরে ফিরে,

প্রতিভাত সমুজ্জ্বল বিশ্বাস দর্পনে,
সন্দেহ বিতর্ক তেজে বিলোপিত ভাসা,
মাঝে মাঝে শোভাময়ী আমার দর্শনে,
জানিয়াছি মোহিনী এ পরকাল আশা,

লক্ষ্মণ, বনবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে যুবরাজোচিত সুখ ভোগে রত থাকিয়া এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

যবে গিয়া ছিনু সেই পঞ্চবটী বনে,
ছিলাম কত যে সুখে বলিয়া কি ফল,
তপনে তাপিত হলে, বসিতাম তরুতলে,
ক্ষুধাকালে খাইতাম ফল;
হায়! এভবনে সেই সুখ কোথা মনে?

বনে বনে চরিতাম কুরঙ্গের প্রায়,
হাসিতাম, ভাসিতাম সুখে দিবা নিশী,
স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা, পাইতাম কভু ব্যথা,
সুখ দুঃখ বিরাজিত মিশি;
তপন কিরণ যেন জলদ ছটায়।

কুসুমের শোভা হর্ষে দেখিতাম কত,
কভু মন্থরারে স্মরি ক্রোধ উপজিত,
ক্রোধ হর্ষ এক স্থলে, যেন জাহ্নবীর জলে,
শোণ সন্ধ্যা তপ বিরাজিত;
হ'ত শোক অশ্রু কভু প্রেমে পরিণত।

নাই যার প্রেম সহ বিরহ সংযোগ,
বৃথা তারে প্রেমী বলে প্রেম কোথা তার?
তমঃ সমাগম বিনে, আলো নাহি শোভে দিনে,
শ্রমশূন্য বিশ্রাম অসার;
কত যে ললিত দুঃখ মাখা সুখ ভোগ।

কাশ্মিরের রাজা শ্রীহর্ষ দেব, স্বীয়কৃত্রিম কবিকীর্ত্তির প্রতি আক্ষেপ করিয়া এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

দূর হতে কৃত্রিম কমল নিরখিয়া,
মধু লোভে মুগ্ধ হয়ে মধু লোভি-গণ,
গুণ গুণ স্বরে গুণ গায় অনুক্ষণ,
বুঝে না প্রকৃত তত্ত্ব নিকটে না গিয়া।

ছলিনু অসঙ্খ্য লোকে কৃত্রিম সজ্জায়,
দূর হতে দেখে মোরে বিস্মিত নয়নে,
হায়! আমি সাজিয়াছি দুরাকাঙ্ক্ষ মনে,
সিংহ চর্ম্ম-সমাবৃত শৃগালের প্রায়।

সে গুণকীর্ত্তন মোর কাণে যবে পশে,
এক কালে ঘৃণা লজ্জা উপজে অমনি,
ফণি শির বিনা কভু নাহি শোভে মণি,
কিনিয়াছি যশে কিন্তু বঞ্চিত ও রসে।

ছদ্মবেশে করিতেছি এজীবন পাত,
বৃথা মোরে কবি বলি সকলে বাখানে,
যথার্থ নিগূঢ় তত্ত্ব কেহ নাহি জানে,
শোভা পাই, যেন এক চিতা পারিজাত।

নিজ মনে ব্যক্ত যত নিজগুণ দোষ,
গুণ নাই যার তার গুণের ঘোষণা,
বাহ্য আড়ম্বর তাহে শুদ্ধ বিড়ম্বনা,
মিথ্যা প্রশংসায় কোথা মনের সন্তোষ?

রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য, কালিদাসের কবিত্ব গুণে মুগ্ধ হইয়া এক দিবস এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

দেখে না সামান্য লোকে আমার উপমা,
কিন্তু আমি গুণহীন নিতান্ত অসার,
কাব্য-সিন্ধু-সুধা-ধাম, কেবা জানে তার নাম ?
পাইয়াছে কি রস ভাণ্ডার ;
প্রত্যেক কবিতা তার রাজলক্ষ্মী সমা।

যদি পারি এই দণ্ডে করি বিনিময়,
সে কবিত্ব শক্তি সহ এরাজ্য বিপুল,
সদা বাঞ্ছা করি মনে, কবি হয়ে যাই বনে,
রত্ন ফেলি তুলি বন ফুল ;
কিন্তু মালা গাথি দিয়া প্রকৃতি নিচয়।

রসিক না হৈলে অন্যে এরসে মজেনা,
আহা কবিতার রস কেমন ললিত !
সরোবরে পদ্ম ফোটে, দূর হতে আসি যোটে,
অলিকুল হইয়া মোহিত ;
প্রতিবাসি-ভেক-গণ কিছুই বুঝে না।

শিশুগণ ক্রীড়নক দেখিবারে ধায়,
উপজে কি প্রবীণের তাতে ভাব রস ?
ধন, পদ, নিরন্তর, তারা ভাবে গুরুতর,
যাহাদের অসার মানস ;
সহৃদয় যারা তারা গুণ সদা চায়।

মহর্ষি গোতম, স্বীয় কান্তার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

তত্ত্বজ্ঞান বিরাজিত সদা মোর মনে,
কিন্তু গৃহিণীর বিদ্যা বিহীন হৃদয়,
উভয়ের কি রূপেতে হইবে প্রণয়?
জলসহ অগ্নি শিখা মিলিবে কেমনে?

ঈশ্বর তত্ত্বেতে মোর সতত সন্ধান,
ভোগ বিলাসের বাঞ্ছা কেবল উহার,
ধর্ম্মের ভয়েতে মোর একষ্ট স্বীকার,
অশীতি পরের যথা মাঘপ্রাতঃ স্নান।

দেশের দুর্দ্দশা হেরি চক্ষে মোর বারি,
রজনী দিবস মনে এইত ভাব না,
সদাকাল সুন্দরীর কলহ কাম না,
মিলিয়াছে ভাগ্য গুণে কি গুণের নারী।

সজ্জা পরিচ্ছদে মোর নাহিক যতন
আমি ভাবি এজগতে ধর্ম্ম ধন সার,
তার মনে সদা জাগে স্বর্ণ অলঙ্কার,
কোন সাগরের এই রমণী রতন?

আমি বলি কর প্রিয়ে! ইস্ট উপাসনা,
শুনি সুলোচনা রস মাখা আসি হাসে,
মৃদু মৃদু বিলাস মধুর ভাষা ভাষে,
মজিলে মজালে মোরে হায় কি যাতনা।

কাহার এরূপ দুঃখ শুনি যদি কাণে
অমনি হৃদয় মোর কাঁপে থর থর
পরের ঘরের দুঃখে আমি জর জর
যে যাহা করিছে ভোগ সেই তাহা জানে।

শূদ্র কুলোদ্ভূত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

বিস্তারিনু যশঃপ্রভা স্বদেশে বিদেশে,
প্রজা নির্ব্বিশেষে করি প্রজার পালন,
কিন্তু শূদ্র বলি মোরে শত্রু দ্বিজগণ,
মনে মনে ঘৃণা করে বিজাতীয় দ্বেষে।

ধৃত ফণ শঙ্খ চূড়ে দেখি শিখি-কুল,
বৃথা আক্রমিতে তারে হয় সমুদ্যত,
মনেতেই থাকে মনঃ ক্রোধাবেগ যত,
তেজস্বী দেখিলেজিতে জেতা ক্ষোভাকুল।

বিপক্ষের নিন্দাবাদে জন্মেনা নির্ব্বেদ,
চন্দ্রের কলঙ্ক গুপ্ত করের প্রভায়,
কুমুদে চকোরে সদা যশো গীত গায়,
পদ্মে চক্রবাকে নিন্দে তাতে কিবা খেদ ?

শ্রীরাম অন্বর্থ রাজা কোশলের ঈশ,
অনেকেই দার ত্যাগী নাম তার ঘোষে,
ধর্ম্ম পুত্র কলঙ্কিত মিথ্যাবাদ দোষে,
কেনা জানে কমলের কন্টকিত বিস ?

বিরাজিত ভূমণ্ডল সতত যেমন,
এক দিক আলো আর দিক অন্ধকারে,
সেরূপ সুখ্যাতি নিন্দা ভ্রমিছে সংসারে,
কেবল প্রশংসা নাহি লভে কোন জন।

গোলাপ পুষ্প দেখিয়া

কে মথিল কোন যোগে বিপিন সাগর,
উঠিলে অমৃত তুমি মানস নন্দন!
তব উপযুক্ত স্থান মোহিনীর কর,
ঘ্রাণেন্দ্রিয় রমণ নয়ন বিনোদন,
আবার জুড়াও শ্রুতি ভৃঙ্গগুণ গুণে,
দিব্য সুধা কোথা শোভা পায় এতগুণে?

তরুণ অরুণ ভাতি বিম্বিলে জলদে,
শোভে যেন কুপিত প্রকৃতি-গণ্ড স্থল,
হেরি তাহা অমনি মাতিয়া প্রেমমদে,
স্মরি হে তোমার রূপ স্নিগ্ধ নিরমল।
হেরিলে তোমার কান্তি বড় ভ্রান্তি হয়,
কি যে মনে করি, আহা তাহা নয় নয়!

তুমি যবে বদন তুলিয়া হাস বনে,
হেরি হর্ম্ম্যো পরে থাকি ভুলে বিলাসিনী,
রতন মাণিক মুক্তা ঠেলিয়া চরণে,
তোমাতেই সাজে, ধন রূপ গৌরবিনী।
তুমি দাতা কেবল কি ভৃঙ্গে কর দান?
সৌরভ বিতর সদা সবারে সমান।

কি আক্ষেপ! যবে তব ফুরায় যৌবন,
কোথা যায় সুবরণ সৌরভ সুহাসি?
সুকেশে রাখে না কান্তা করে না যতন,
এসেনা নিকটে ভৃঙ্গ ছোঁয় না বিলাসী।
চরমে এ উপদেশ কর সবে দান,
চিরদিন ঋদ্ধি পদ না রয় সমান।

——গণিত শাস্ত্র লক্ষ করিয়া——

হিমালয় গিরিসম তুমি হে গণিত !
অটল অক্ষয় স্থির ভাবে চিরকাল,
ক্ষিতি অভ্যন্তরে মূল সুদূর নিহিত,
উন্নত ভুবন খ্যাত বিস্তৃত বিশাল।

তুমি সংখ্যা জাত, গ্রাবা বিনির্ম্মিত সম,
তোমাতে গভীর রীতি কত যে কন্দর,
তব রেখাময় শাখাগণ মনোরম,
তুষারে আবৃত যেন অনেক শিখর।

জ্যোতিষ বিজ্ঞান কত তোমারে ঘেরিয়া,
চুম্বে যেন তুঙ্গ শৃঙ্গ জলদ পটল,
দিতেছ বিমিশ্র তত্ত্ব প্রবাহ ঢালিয়া,
প্রস্রবণ পথে যেন ধারা অনর্গল।

তোমাতে সঙ্কেত কত সংসার সুখদ,
যেন তরু-গণ ফল দাতা শ্রান্তি হর,
তোমাতে উদ্ভিদ তত্ত্ব আহা কি বিশদ।
পাদ দেশে যেন নানা উদ্ভিদ সুন্দর।

সদা অন্যাসক্ত চেতা ধ্যান পরায়ণ,
হাস্য হীন মুখ যত সেবক তোমার,
গবয় শার্দ্দূল খড়্গী মৃগেন্দ্র বারণ,
যেন অধিত্যকা দেশ সেবে অনিবার।

কিন্তু তোমা হতে এক মহান্ প্রধান,
তাহাতে পড়িলে তুমি নাহি পাও কূল,
তার গর্ব্বে মগ্ন কত তোমার সমান,
নাম কাব্য মহার্ণব অতল অতুল।

রসের তরঙ্গ তাহে স্বভাব পবনে,
কোথা মন্দধীর ভীম কোথা খরতর ;
কোথা ও বচন স্রোতঃ মৃদুল গমনে,
বাক্যের আবর্ত্তাবলী কোথা ভয়ঙ্কর।

কল্পনার দিগ্বলয় চতুর্দ্দিক পানে.
কোথা ওজঃ যাদোগণ ভীষণ বিশাল,
প্রসাদ তুহিন রাশি ভাসে নানা স্থানে,
কোথাও ললিত সোম নিভ মণি-জাল।

অলঙ্কার সুবিম্বিত সতার গগন,
সুধাময়ী বৃত্তি কিবা সুধা, মরি মরি,
তাহার সেবক যত প্রফুল্ল বদন,
বেড়ায় থাকিয়া শান্তি স্বর্ণ পোতোপরি।

সঙ্গে কত লোল নেত্রা সলজ্জ হাসিনী,
সনাথা প্রমোদ পরা, অনাথা কাতরা,
মধুর সঙ্গীত করে মধুরা রাগিণী,
মিলি বাজে মুরজ মন্দিরা সপ্তস্বরা

হে গণিত! তুমি কর বাহ্য পরিমাণ,
বুঝ না হৃদয় তত্ত্ব নওহে রসিক,
তোমাতে কেবল হয় পদার্থ সন্ধান,
তুমি হে ঐহিক, কাব্য ইহ পারত্রিক।

কাব্য হতে জন্মেভাব ভাব হতে প্রেম,
প্রেম হতে ভক্তি, পদ্মরাগ সুরতন,
ভক্তি হতে মুক্তিলাভ অথনিজ হেম;
কাব্যই স্বর্গের সেতুভাবুকের ধন।

গ্রন্থকারের প্রতি

ওহে চিত্রকর! যদি ঘটনাতে ঘটে,
কেমনে আঁকিবে তুমি কুষ্ঠীর আকৃতি?
জীবিকার তরে তাহা করিবেই বটে,
কত যে হইবে তব মনের বিকৃতি।

আঁকিতে নিস্তেজ আখিস্ফীত ওষ্ঠ দেশ,
স্ফীতগণ্ড, বিগলিত নাসা কূপ ভাগ,
ছিন্ন কর্ণ, রক্ত লিপ্ত জটীভূত কেশ,
কেমনে ধরিবে তূলী করি ঘৃণা ত্যাগ?

অঙ্গুলী বিহীন পিণ্ডাকৃতিকর পদ,
ক্লেদ পূর্ণ ক্ষতময় সর্ব্ব অবয়ব,
গড়িবে অনেক কষ্টে, হায় কি বিপদ,
বুঝেছকি কেন এত কষ্ট ভোগ তব?

ওহে গ্রন্থকার! তব সংসারেতে মায়া,
দায় ঠেকি আসিয়াছ চির বনবাস,
ইচ্ছা তব হর্ম্ম্য বাসে, ভাগ্যে তরুচ্ছায়া,
কৃত্রিম বৈরাগ্য বাহ্যে, মনেতে বিলাস।

আতর মাখিতে ইচ্ছা, ভাগ্যে ছাইমাটি,
কেদিবে বিচিত্র বাস? পরহেবাকল,
হায় তুমি ভূতের বেগার খাটি খাটি,
করিতেছ বহু মূল্য জীবন বিফল।

অনিচ্ছায় কি লিখিছ? রাখহে লেখনী,
কেন এত ক্লেশ? তুচ্ছ জীবিকা-কারণ,
ছিড়ে ফেল মনোমত না হৈলে গাঁথনী,
বড় ঘৃণ্য, জীবিকার অধীন জীবন।

কবিতা কল্প॥

অসমাপ্তকাব্যাংশঃ।

স্নিগ্ধ স্নিগ্ধৈরমৃত কিরণৈর্ল্লো ভয়ন্ভ্রাময়ংশ্চ,
(সোমকৃত্বং বসসি রহসি) ত্বাংপ্রলিপ্সূংশ্চকোরান্।
গন্ধামোদৈশ্চপল মধুপান্ ভ্রাময়ন্দিগ্বিকীর্ণান্,
পদ্মকৃত্বং বিকসিতমসি প্রেম্নিক প্রেম মুগ্ধান্॥

বেণুধ্বানৈঃ প্রচলিত মৃগা জীবনং বিস্মরন্তি,
বহ্ন্যালোক-প্রণয়ি-শলভাঃ স্বেচ্ছায়াসূংস্ত্যজন্তি।
প্রেম্নামুগ্ধস্তব কিমথবা প্রেমকৃত্যংকরোমি,
প্রেম্নাতেন হ্যলমবিতথংদৃশ্যতে যন্নকার্য্যো॥

প্রাতঃসূর্য্যঃকমল পুটভিৎ প্রার্থনায়া ঋতেঽপি,
প্রাবিড়্মেঘো বিতরতিজলংশুষ্কগর্ত্তে তড়াগে,
ত্বংমে প্রেয়ান্ হৃদয় নিহিতো নত্বয়ি প্রার্থনা মে,
প্রেমার্হস্য প্রিয়তমজনোঽপেক্ষতে প্রার্থনাঃ কিং ?

অশুদ্ধিশোধন।

পৃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ ম	সত্ত্বা	সত্তা
২ য়	সেক্রিটিস্	সক্রেটিস
৮ ম	বহিস্কৃত	বহিষ্কৃত
১৩ শ	জুলিয়টসিজর	জুলিয়স্ সিজর
১৪ শ	আকার	আকর